জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মুখ্যমন্ত্রিত্বে রেকর্ড

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের মুকুটে জুড়ল নতুন পালক। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ১৪ বছর ১৬০ দিন পূরণ করলেন তিনি। ছাপিয়ে গেলেন বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে

ভারী বৃষ্টি রাজ্যে

মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে রাতের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে আছড়ে পড়বে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। তার জেরে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। শুক্রবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি উত্তরের জেলাগুলিতেও

জমি দিতে নারাজ কৃষক, গাড়ির চাকায় পিষে হত্যা বিজেপি নেতার

এবার দিল্লিতে ধর্ষণ তরুণী চিকিৎসককে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৫২ ● ২৮ অক্টোবর, ২০২৫ ● ১০ কার্তিক ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 152 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 28 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলায় অবিলম্বে ১০০ দিনের প্রকল্প চালুর সুপ্রিম-নির্দেশ

মুখ পুড়ল কেন্দ্রের

প্রতিবেদন : বাংলায় একশো দিনের কাজ ১ অগাস্ট থেকে চালু করতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। কেন্দ্র বাংলার টাকা আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল। শীর্ষ আদালতে এবার কষিয়ে থাপ্পড় খেল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্জি খারিজ করে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিল, বাংলায় দ্রুত একশো দিনের কাজ চালু করতে হবে এবং অবিলম্বে দিতে হবে একশো দিনের কাজে বাংলার বকেয়া। ৩ বছর ধরে টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। এইভাবে ইচ্ছেমতো কোনও প্রকল্পের টাকা আটকে রাখতে পারে না কেন্দ্রের সরকার।

বাংলাবিরোধী নীতিতে বাংলাকে ভাতে মারার পরিকল্পনা করেছিল কেন্দ্রের স্বৈরাচারী বিজেপি সরকার। তার প্রথম ধাপেই বাংলায় একশো দিনের বকেয়া টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর একশো দিনের কাজের প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দই বন্ধ করে দেয় কেন্দ্র। তিন বছর ধরে একটা নয়া পয়সাও দেওয়া হয়নি বাংলাকে। কেন্দ্রের এই স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বাংলার প্রশাসন। হাইকোর্টে দ্রুত প্রকল্প (এরপর ১০ পাতায়)

কোর্টের নির্দেশ

- বাংলায় দ্রুত একশো দিনের কাজ চালু করতে হবে
- অবিলম্বে দিতে হবে একশো দিনের কাজের বকেয়া
- ইচ্ছেমতো প্রকল্পের টাকা আটকে রাখতে পারেন না

বকেয়া না দিলে মেগা ধরনা হবে দিল্লিতে

প্রতিবেদন : বাংলার বকেয়া না দিলে ফের দিল্লিতে মেগা ধরনা হবে, হুঁশিয়ারি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একশো দিনের কাজ-সহ বাংলার একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছ থেকে পাওনা রয়েছে এক লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। বাংলায় তৃণমূলের কাছে বারবার গো হারা হারার পর বিজেপি প্রতিহিংসামূলক আচরণে বাংলার ন্যায্য পাওনা আটকে রেখেছে। প্রতিবাদে কলকাতা থেকে দিল্লিতে আন্দোলন-ধরনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু বকেয়া দেয়নি। এবার সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরনোর দিনই ফের বাংলার বকেয়া আদায়ে দিল্লির বুকে বড় রকমের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। (এরপর ১০ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কথা

সব কথায় তেজ থাকে না
যেমন থাকে না যৌক্তিকতা
সব জ্ঞানেই জ্ঞান থাকে না
থাকে না জ্ঞানের মাত্রা।

সব মেঘে মেঘ থাকে না
থাকে না জল ভরা
মেঘের মাঝে মেঘ ধারা
মেঘেও মেঘ খরা।

'মেঘমা' কি আর ব্যঙ্গমা?
গরগর গর্জনে, গজপতি
অথবা বয়না 'বহ্নির ফল্গুধারা'
নিজস্বতায় থাকে প্রকৃতি।

'কথায়'-কথা সমৃদ্ধ হয়
অথবা কথার হার
কথাঞ্জলির কথা-কথকে
কথা তেজি হয়, দুর্বার।

একটা বৈধ নাম বাদ গেলে আইনি লড়াই পাশে থাকবে তৃণমূল

প্রতিবেদন : আজ, মঙ্গলবার থেকেই বাংলা-সহ ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শুরু হচ্ছে এসআইআর (ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন)। সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, মঙ্গলবার থেকেই পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, লাক্ষাদ্বীপ, রাজস্থান এবং আন্দামান নিকোবরে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হবে। তাই সোমবার মধ্যরাত থেকেই সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ' করা হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে রাজ্যগুলিতে শুরু হবে এসআইআর সংক্রান্ত এনুমেরেশন ফর্ম ছাপার কাজ।

একই সঙ্গে বিএলওদের প্রশিক্ষণ শুরু হবে। চলবে আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত। ৪ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এনুমেরেশন ফর্ম দেওয়া হবে। কেউ রাজ্যের বাইরে থাকলে বা প্রবাসীরা অনলাইনেও ফর্ম ভরতে পারবেন। কমিশন জানিয়েছে, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৯ ডিসেম্বর। তালিকা নিয়ে অভিযোগ থাকলে ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারির মধ্যে তা জানানো যাবে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী বছর ৭ ফেব্রুয়ারি।

১২ রাজ্যে আজ শুরু এসআইআর

কমিশনের এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূল কংগ্রেস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, রাজ্যে প্রথম থেকেই নির্ভুল ভোটার তালিকা চেয়েছে তৃণমূল। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই নির্ভুল ভোটার তালিকাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু বাংলার একজনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গেলে বা তাঁদের হয়রান করলে তীব্র প্রতিবাদ হবে। আইনি পথে পদক্ষেপ করবে দল। এসআইআর-এর নিয়মকানুন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। ভোটার তালিকার এই (এরপর ১০ পাতায়)

দইঘাট। ছটপুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার। —সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশাসনে রদবদল

রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্তরে বড়সড় রদবদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর বিজ্ঞপ্তি জারি করে মোট ৭০ আইএএস পদমর্যাদার আধিকারিকের বদলির নির্দেশ দেয়। এছাড়াও ৪৫৭ জন ডব্লুবিসিএস আধিকারিককে বদলি করা হয়। (বিস্তারিত ভিতরে)

বাড়ি বাড়ি কমিশন, কড়া নজরদারি তৃণমূলের

প্রতিবেদন : এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাংলার মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবেন নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। তৈরি তৃণমূল কংগ্রেসও। বাংলার একজন ভোটারেরও নাম যাতে বাদ না যায় সেদিকে কড়া নজর রাখবে তৃণমূল কংগ্রেস। তার জন্য সবরকম প্রস্তুতি সারা। অনেক আগেই দলীয় নেতা-কর্মীদের সাংগঠনিক বৈঠকে সবিস্তার জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। ভোটার তালিকা সংশোধন ও ত্রুটিহীন ভোটার তালিকা যাতে প্রকাশিত হয় তার জন্য বদ্ধপরিকর তৃণমূল নেতৃত্ব। যে কারণে বুথ লেভেল এজেন্ট ১ এবং বুথ লেভেল এজেন্ট ২ নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে আগেই। একই সঙ্গে বাংলার প্রায় ৮১ হাজার বুথে তৃণমূলের কর্মীরা রয়েছেন। তাঁরাও নজর রাখবেন এসআইআর নিয়ে কমিশনের কাজকর্মের ওপর। একটিও বৈধ নাম যাতে বাদ না পড়ে তা খেয়াল রাখা হবে। সেইসঙ্গে বাংলার মানুষকেও সচেতন করার কাজ চালিয়ে যাবে তৃণমূল। এই পুরো প্রক্রিয়ার জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ফলে কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপি যতই চক্রান্ত করুক না কেন, বাংলায় পাহারাদারের কাজ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না বাংলাবিরোধী জমিদারদের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নানা রকম

28 October, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৬৭
ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)

উত্তর আয়ারল্যান্ডের ডানগ্যানন শহরে এদিন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বনাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ডের অকালমৃত্যু সমগ্র পরিবারকে ঠেলে দিয়েছিল দারিদ্রের মধ্যে। মার্গারেটের জননী দুই কন্যা ও এক পুত্রকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন মাতামহ হ্যামিলটনের সংসারে। ১৮৯৫-তে লন্ডন শহরে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ১৮৯৮-তে ভারতে আগমন। ওই বছরই ২৫ মার্চ ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করলে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নামকরণ করেন 'নিবেদিতা'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বলতেন 'লোকমাতা'। ঋষি অরবিন্দ নাম দিয়েছিলেন 'শিখাময়ী'। মার্গারেট যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তাঁর মা ইজাবেল প্রার্থনা করেছিলেন যে, তাঁর সন্তান নিরাপদে ভূমিষ্ঠ হলে ঈশ্বরের কাজেই তাকে উৎসর্গ করবেন। ছোট থেকেই ধর্মজীবন ও মানুষের পাশে থাকার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন। তাঁর এই সুপ্ত শক্তিকেই জাগিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। নিবেদিতার মহিমা এই শতকের মানুষকেও অবাক করে। তিনি নিতে আসেননি, দিতে এসেছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি শুধু নিবেদন করেই তৃপ্ত থেকেছেন। ভগিনী নিবেদিতা নিজ বৈশিষ্ট্যে ভারতাত্মায় পরিণত হয়েছিলেন।

২০০২ অন্নদাশঙ্কর রায়

(১৯০৪-২০০২) এদিন প্রয়াত হন। শুধু বাংলা ভাষা নয়, ওড়িয়া ভাষাতেও তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'পথে প্রবাসে', 'অজ্ঞাতবাস', 'কলঙ্কবতী', 'অসমাপিকা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পগুলির মধ্যে আছে 'প্রকৃতির পরিহাস', 'মনপবন' ইত্যাদি। বহুমুখী ভাবানুভূতি তাঁর রচনার বিশেষত্ব। দেশভাগ, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল আজীবন সোচ্চার। প্রেম ও বিবেক, স্বদেশভাবনা, কল্পনা ও যুক্তি, বিজ্ঞানমনস্কতার সমন্বয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলো রচিত। আধুনিক বাংলা ছড়ায় যে বৈচিত্র দেখা যায়, তার সূত্রপাত করেন অন্নদাশঙ্কর।

১৮৬৬
যোগীন্দ্রনাথ সরকার

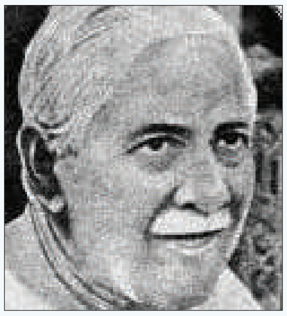

(১৮৬৬-১৯৩৭) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। ছোটদের অক্ষর পরিচয় থেকে সাহিত্যরস পরিবেশনের এক আকর্ষণীয় ও অভিনব কৌশল অবলম্বন করে তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যে পথিকৃতের সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর লেখা ছড়া 'অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে/ আ-য়ে আমটি আমি খাব পেড়ে' দিয়ে বাঙালির শিশুশিক্ষা শুরু হয়েছে প্রজন্মের পর প্রজন্মের ধরে।

১৮৮৬

স্ট্যাচু অব লিবার্টি মার্কিন জনগণের উদ্দেশ্যে এদিন নিবেদন করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গ্রোভার ক্লিভল্যান্ড। ১৮৮৬ সালে এই নিও ক্ল্যাসিক্যাল ভাস্কর্যটি ফ্রান্স আমেরিকাকে উপহার হিসেবে দিয়েছিল। নির্মাতা ফ্রেডরিক অগাস্তে বারথোল্ডি।

১৯৫৫ বিল গেটস এদিন গেটস ওয়াশিংটনের সিয়াটলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রকৃত নাম উইলিয়াম হেনরি গেটস তৃতীয়। একজন আমেরিকান ব্যবসায়িক মহারথী, সফটওয়্যার বিকাশকারী, বিনিয়োগকারী, লেখক এবং সমাজসেবী। তিনি মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৯৭০ ও ১৯৮০-র দশকের মাইক্রো-কম্পিউটার বিপ্লবের অন্যতম সেরা উদ্যোক্তা এবং পথিকৃৎ। ২০০৮-এ তিনি মাইক্রোসফট ছেড়ে জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯০০ ম্যাক্স মুলার (১৮২৩-১৯০০) এদিন প্রয়াত হন। বিখ্যাত ভারতবিশারদ, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, অধ্যাপক, সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ও অনুবাদক। ঠিকানা ৫৭এ পার্ক স্টিট। শহরের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম পীঠস্থান গোথে ইনস্টিটিউট ম্যাক্স মুলার ভবন। বহু মানুষই এই ম্যাক্স মুলার ভবন থেকে জার্মান ভাষাশিক্ষার পাঠ নিয়েছেন। যাঁর নামে এই ভবন, সেই ম্যাক্স মুলারের মৃত্যুদিন আজ।

কর্মসূচি

■ এসআইআরের প্রতিবাদে চণ্ডীতলা বিধানসভার নমশূদ্র ও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের উপস্থিতিতে জলাপাড়ায় জনসভায় বক্তা ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখোপাধ্যায়-সহ নেতা-কর্মীরা।

■ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কিষাণ খেতমজদুর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে হাড়োয়ায় আজ দক্ষিণবঙ্গ জেলা কৃষক সম্মেলন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হকের নেতৃত্বে সম্মেলনে যোগ দিতে সোমবার রাতে দক্ষিণ বারাসত থেকে রওনা দিলেন কর্মী-সমর্থকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৩৯

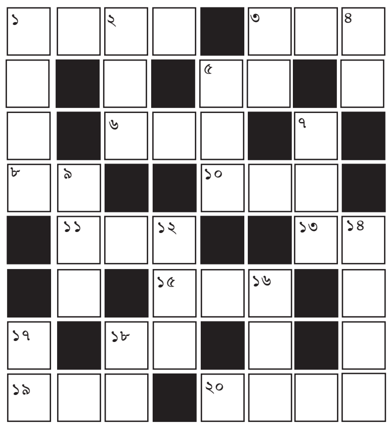

পাশাপাশি : ১. নিপুণ, পটু ৩. শব্দায়মান ৫. সমূহ, সমষ্টি ৬. আশু প্রয়োজনীয় ৮. অবাধ প্রেমে বিশ্বাসী, রীতিবিরোধী জীবনযাপনকারী ও মাদকসেবী যুবক-যুবতী ১০. পুরোনো ১১. রহিত, রদ ১৩. স্বাক্ষর ১৫. বর্তমান, হাজির ১৮. জগৎ ১৯. ভোমরা, অলি ২০. ছোটখাটো।

উপর-নিচ : ১. রাজকীয় ২. অসুর, দৈত্য ৩. নিক্বণ ৪. সুন্দর ও কৃশ ৫. দীন ৭. কষ্ট, ক্লেশ ৯. ত্রিশূল ১২. চৈতন্য, জ্ঞান ১৪. আমেরিকার লোক ১৬. গোলন্দাজ ১৭. সাদা, শ্বেত ১৮. চোখের জল।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৩৮ : পাশাপাশি : ১.পথিক ৪. মরিচা ৬. খনি ৭. ললাটলিপি ৮. বনিতা ১০. অরোগ ১২. পেটের দায় ১৩. ভীতু ১৪. নজির ১৬. গিরিজ। **উপর-নিচ :** ১. সারি ২. পলিটব্যুরো ৩. কদাপি ৪. মনিব ৫. চালতা ৯. নিজের কাজ ১০. অয়ন ১১. গভীর ১২. পেশগি ১৫. জিন্দা।

২৭ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২৪৫০
গয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩০৫০
হলমার্কগয়না সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৮৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৩১	৮৭.৭২
ইউরো	১০৩.৯৭	১০২.০৮
পাউন্ড	১১৯.৭৬	১১৬.৯২

নজরকাড়া ইনস্টা

■ সোমলতা আচার্য্য

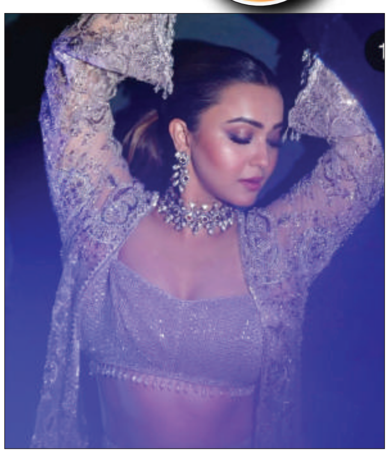

■ কৌশানি

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

তক্তাঘাট ও দইঘাটে ছটপুজোর সূচনায় নানা মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী

কার্শিয়াং থেকে কলকাতা ছটপুজোর সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। ছটপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে সতর্কবার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার বিকেলে তক্তাঘাট ও দইঘাটে যান তিনি। সেখানেই তিনি বলেন, আস্তে আস্তে গঙ্গায় নামবেন। পুলিশকে দেখতে বলব যাতে একদল উঠলে তার পরে অন্য দলকে নামতে দেয়। সকলকে সতর্ক করে তিনি বলেন, এই কেউ বলল গোলমাল হয়েছে, এমন কারও কথা শুনে দৌড়াদৌড়ি করবেন না। একজন দৌড়ে গেলে ৫০ জন দৌড়ে যায়। পদপিষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সোমবার এবং মঙ্গলবার ছটপুজো। এই উপলক্ষে সোমবার তক্তাঘাটে ছটপুজোর অনুষ্ঠানে শামিল হয়ে সকলকে শুভেচ্ছাবার্তা জানান। মুখ্যমন্ত্রীর বলেন, ছটের পুজোর জন্য একাধিক ঘাট তৈরি করে দিয়েছি। সুরক্ষা ব্যবস্থা রেখেছি। যাতে কোনও অসুবিধা না হয়। উপোস করে যাঁরা গোটা রাস্তা দণ্ডী কাটেন তাঁদেরকে আমার প্রণাম। আপনারা ভাল থাকুন। ভাষণ নয়। আমি কথা বলার জন্যেই এখানে এসেছি। গত ২৫ বছর ধরে আমি এখানে আসছি। গোটা দেশ জুড়ে এই উৎসব পালিত হচ্ছে। সবাইকে অভিনন্দন জানাই। গোটা রাজ্যেও হচ্ছে। আমাদের সরকার থেকে দু'দিনের জন্যে ছুটিও দেওয়া হয়। এখান থেকে শিলিগুড়ি-সহ একাধিক ঘাটে ছট উৎসবের সূচনা করা হল। সব জায়গায় আমাদের জনপ্রতিনিধিরা ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা আছেন। ছটপুজো সহজ নয়। ৩৬ ঘণ্টা উপবাস করতে হয়। সবাই ভাল থাকুন। এই পুজোতেও সমস্ত ধর্ম, বর্ণের মানুষ যোগ দেন। এটাই আমাদের পরম্পরা। সব ঘাট আমরা সাজিয়ে দিয়েছি। কিছু পুকুর খনন করে দেওয়া হয়েছে। ঠেকুয়া আমি পাই। আমাকে প্রসাদ পাঠান সবাই। সবার কাছে অনুরোধ, ধীরে-সুস্থে গঙ্গার ঘাটে আসা-যাওয়া করুন। হোল্ডিং এরিয়া শক্তপোক্ত করুন। মহিলা ও বাচ্চাদের নজরে রাখুন। কারও প্ররোচনায় পা দেবেন না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ মালা রায়, পুলিশ কমিশনার মনোজ বার্মা-সহ বিশিষ্টরা। হাওড়ার একটি ঘাটে ছিলেন ডিজি রাজীব কুমার। শিলিগুড়িতে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব। এ ছাড়াও একাধিক ঘাটে ছিলেন আরও অনেকে।

নিজের লেখা-সুরে গান ছট-শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলার অন্যান্য ধর্মীয় উৎসবে নিজের লেখা ও সুর দেওয়া গান পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানানোর পরে ছটপুজোতেও গান পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়। ছটপুজোর শুভেচ্ছা জানালেন। সোমবার নিজের স্যোশাল মিডিয়া পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, সকলকে ছটপুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা। ছটী মাইয়া সকলকে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য দান করুন। এর পরেই গানের ভিডিও পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, আমার লেখা ও সুর দেওয়া গান গেয়েছেন অরিত্র দাশগুপ্ত। দুর্গাপুজোর আগেই প্রকাশিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুর দেওয়া গানের অ্যালবাম। লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা— সব ধর্মীয় উৎসবের দিনেই নিজের লেখা ও সুর দেওয়া গান পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। বড়দিনের জন্যেও আগে গান লিখে, সুর দিয়েছেন তিনি। এবার ছটপুজোর দিন গান পোস্ট করলেন তিনি।

বিধান রায়কে ছাপিয়ে মুখ্যমন্ত্রিত্বে নয়া রেকর্ড মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রতিবেদন : জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের মুকুটে জুড়ল নতুন পালক। দীর্ঘ সময় মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার ক্ষেত্রে তিনি ছাপিয়ে গেলেন বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে। বর্তমানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই রাজ্যের দ্বিতীয় দীর্ঘ সময়ের মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার সেই মাইলফলক ছুঁলেন তিনি।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে দীর্ঘ সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর পদে ছিলেন বিধানচন্দ্র রায়। বাংলার রূপকার হিসাবে ভারতরত্ন বিধান রায় ১৯৪৮ সালের ২৩ জানুয়ারি থেকে ১৯৬২ সালের ১ জুলাই পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সেই হিসাবে তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের মেয়াদকাল ১৪ বছর ১৫৯ দিন। সোমবার সেই রেকর্ড পার করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ১৪ বছর ১৬০ দিন পূরণ করলেন তিনি। অর্থাৎ জ্যোতি বসুর পরে দ্বিতীয় দীর্ঘ সময়ের মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সবক

থোঁতা মুখ ভোঁতা হল কেন্দ্রের। সুপ্রিম কোর্ট কষিয়ে থাপ্পড় মারল কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে। কেন্দ্রে থাকার সুবাদে রাজনৈতিক অসভ্যতা শুরু করেছিল বিজেপি। সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অস্বীকার করে বাংলাকে ভাতে মারার চক্রান্ত চলছিল। সেসব বন্ধ হল সুপ্রিম রায়ে। সুপ্রিম কোর্ট সোমবার কেন্দ্রকে স্পষ্ট বলেছে, বাংলায় অবিলম্বে একশো দিনের কাজ শুরু করতে হবে। এবং বাংলার সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে। এর অন্যথা করা যাবে না। বিগত তিন বছর ধরে বাংলার একশো দিনের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র। অথচ এই টাকা আটকানোর কোনও সাংবিধানিক অধিকার নেই তাদের। গত ১ অগাস্ট থেকে ১০০ দিনের কাজ চালু করতে নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। কিন্তু তা উপেক্ষা করে, আদালত অবমাননা করে কেন্দ্র যায় সর্বোচ্চ আদালতে। কিন্তু সেখানেই খেল গলাধাক্কা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার একদিকে পাওনার দাবিতে লড়াই চালিয়েছে, অন্যদিকে মানুষের হাতে কাজ দিতে কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছে। আসলে বাংলার মানুষের পাশে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বাংলার মানুষকে উত্যক্ত করে, ফাঁদে ফেলে ভোটের ফায়দা তুলতে চায় বিজেপি। আর তা করতে গিয়ে পুড়ল মুখ। সুপ্রিম কোর্ট সবক শেখাল কেন্দ্রকে। দেশে অন্যায়ের মৌরসীপাট্টা চালু করেছে বিজেপি। সেখানে কুঠারাঘাত করে বিরোধীদের পথ দেখাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

e-mail থেকে চিঠি

বাংলা-বিরোধী বিজেপি রাজ্য থেকে দূর হটো

জয় বাংলা। চলবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দি! কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল বাংলায় ফের ১০০ দিনের কাজ চালু করতে হবে ১ অগাস্ট থেকে। কিন্তু সেই পথে না হেঁটে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল কেন্দ্র। আজ, সোমবার সেই মামলায় সর্বোচ্চ আদালতে মুখ পুড়ল মোদি সরকারের। এক্ষেত্রে হাইকোর্টের ১৮ জুনের রায়ই বহাল রাখল বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ। ২০২২ সালের মার্চ মাসে মনরেগা আইনের ২৭ নম্বর ধারা আরোপ করে বাংলায় ১০০ দিনের কাজের টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে কেন্দ্র। তারপর থেকেই চিঠি-পাল্টা চিঠির লড়াইয়ের সাক্ষী থেকেছে রাজ্যবাসী। কেন্দ্রের সমস্ত শর্ত মেনে নেওয়ার পাশাপাশি তাদের পাঠানো পর্যবেক্ষক দলের তোলা প্রশ্নের জবাবে ২৩টি অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট (এটিআর) পাঠিয়েছে রাজ্য। তাও কেন্দ্র কোনও টাকা ছাড়েনি। যা নিয়ে এর আগে উষ্মা প্রকাশ করেছিল হাইকোর্ট। রায়ে স্পষ্ট বলা হয়েছিল, '১০০ দিনের কাজের মতো জনস্বার্থমূলক প্রকল্প চিরতরে ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় না।' শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট সেই রায় পক্ষেই মত দিল। এদিন কেন্দ্রের উদ্দেশে বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চের মন্তব্য, "আপনারা মামলা তুলে নেবেন, না কি আমরা খারিজ করব?" তার পরেই আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়ে কেন্দ্রের সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছিল। হাই কোর্ট আগেই এই বিষয়ে রায় দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল কেন্দ্র। আজ মাত্র ৩০ সেকেন্ডে কেন্দ্রের আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতিরা। মানুষও দেখল কারা সাধারণ মানুষের টাকা আটকে রেখেছে। কেন্দ্রের সরকার অন্যায় ভাবে এই প্রকল্পের টাকা বন্ধ রেখেছিল। আদালতের নির্দেশের ফলে গরিব মানুষ আবার কাজ পাবেন। যারা মনে করে বাংলাকে হেনস্থা করা যায়, চুপ করিয়ে দেওয়া যায়, আজকের রায় তাদের গালে গণতান্ত্রিক উপায়ে থাপ্পড় মেরেছে। তারা মানুষের ভোটেও হেরেছে, সুপ্রিম কোর্টেও হারল। কেন্দ্রের উদ্দেশে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শিবজ্ঞানম বলেছিলেন, "এই সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ ২০২২ সালের আগের। সেইসব নিয়ে আপনারা যা খুশি পদক্ষেপ করুন। কিন্তু এখন প্রকল্পের কাজ চালু করা হোক।" বাংলা বিরোধী প্রতারক মোদি সরকার সে-কথা কানে তোলেনি। আজ তাই গালে থাপ্পড় খেতে হল!

— তানিয়া রায়, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

দলিত রাজনীতির বিরুদ্ধে সংঘের ছলাকলা

এসআইআর চালু হওয়ার প্রহরে বুঝে নিতে হবে ওদের ধান্দাটা কী। ওদের কলা-কৌশল ধরতে না পারলে সমূহ সর্বনাশ। বুঝিয়ে দিতে কলম ধরলেন অধ্যাপক **ড. অর্ণব সাহা**

১ মে, ২০১০। নরেন্দ্র মোদির লেখা একটি বইপ্রকাশ হয়েছে সদ্য। বইটির নাম— 'সামাজিক সমরস্তা' অর্থাৎ 'সামাজিক সৌহার্দ্য'। বইপ্রকাশের অনুষ্ঠানে মোদিজি বলে বসলেন— "দলিতরা হল শিশুর মতো, নিজেদের ভালোমন্দ বুঝতে পারে না। তাদের উন্নতি এবং সামাজিক অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য হিন্দু আধ্যাত্মিক গুরুদের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন আছে। [দ্র. RSS : A Primer, Hindu Nationalist Agenda Against Indian Constitution, Ram Puniyani, UP, 2019] ওই দিন রাজ্যসভায় বিজেপি-বিরোধী সাংসদেরা ব্যাপক হইচই বাধিয়ে দিলেন মোদিজির বক্তব্যের বিরোধিতা করে। তাঁদের অভিযোগ ছিল, এই মন্তব্য আসলে বর্ণবাদী সংঘের চোখ দিয়ে দলিতসমাজকে অপমান করা।

প্রথমেই জানতে হবে 'সামাজিক সমরস্তা' জিনিসটা কী? এটি আরএসএস-প্রভাবিত একটি প্ল্যাটফর্ম— 'সামাজিক সমরস্তা মঞ্চ'। এই মঞ্চ গোটা ভারত জুড়ে সূক্ষ্ম জালের মতো ছড়ানো আছে। এমনিতেই প্রায় অর্ধশত গণ-সংগঠন বিভিন্ন নামে কাজ করে সংঘ পরিবারের মতাদর্শ ছড়ানোর কাজে। তাদের কেউ কেউ নিছক সামাজিক আন্দোলনের কাজ করে, কেউ কেউ আবার সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শনের পথে হাঁটে, যেমন বজরং দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই বিশেষ সংগঠনটি আরএসএস-এর হয়ে কাজ করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। এদের উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার— ভারতীয় সমাজের দলিত-পিছড়েবর্গকে নিজেদের উচ্চবর্ণবাদী রাজনীতির ফোল্ডে নিয়ে এসে কো-অপ্ট করা। দলিত রাজনীতি যাতে শ্রেণি-রাজনীতির দিকে না চলে যায়, যাতে সমাজের ৮০ ভাগ মানুষ রুটি-রুজির সংগ্রামে বিদ্রোহে ফেটে না পড়ে, যাতে ভাতের লড়াই জাতের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে যায়, সেই সম্ভাব্য বিপদকে আগে থেকেই বিপথগামী করে নিজেদের বর্ণগত এবং শ্রেণিগত আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখা। বাবাসাহেব আম্বেদকার তাঁর বিখ্যাত বই 'অ্যানিহিলেশন অফ কাস্ট'-এ (১৯৩৬) বলেছিলেন, "বিভিন্ন মানুষের অবস্থা এবং ঐতিহাসিক কাল অনুযায়ীও সুখ পরিবর্তিত হয়। তাই যদি হয় তাহলে মানবসম্প্রদায় কীভাবে শাশ্বত কালের আইনের বিধানকে টিকিয়ে রাখবে অথচ তার কোনো খিঁচুনি হবে না বা সে কোনোভাবেই পঙ্গু হয়ে যাবে না? সুতরাং আমার বলতে কোনও দ্বিধা নেই— এমন ধর্মের বিনাশ সাধনের জন্য কাজ করায় কোনও অধর্ম হয় না" [বি আর আম্বেদকর, নির্বাচিত রচনা সংকলন, সম্পাদনা, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, কলকাতা, ২০১৮, পৃ.১০০] আম্বেদকারের বর্ণগত উন্নয়নের লড়াইয়ের ঠিক বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে সংঘ পরিবারের দর্শন, যারা বর্ণের লড়াইকে রাজনৈতিক হয়ে উঠতে বাধা দেয়, তাদের জাতিগত সংরক্ষণের মৌখিক বিরোধিতা না করলেও এ-ধরনের যেকোনও দলিত-উন্নয়নের এরা মন থেকে বিরোধী। আম্বেদকার বলেছিলেন, প্রাচীনকাল থেকে আজ অব্দি কোনও শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় ধর্ম থাকা সম্ভব নয়। আর হিন্দুত্ববাদের ধারক-বাহক বাবাজি, ধর্মগুরুরা গোটা উত্তরভারত, মধ্যভারত, পশ্চিম থেকে পূর্বভারত জুড়ে আসর এবং জলসায় বসে সেই অপরিবর্তনীয় শাশ্বত ধর্মীয় বিধানগুলোকেই ভারতের আনপড়, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের সামনে প্রচার করে বোঝায় কেন বিদ্যমান জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় অসংখ্য উচ্চবর্ণীয়, শিক্ষিত মানুষও এইসব আসরের নিয়মিত শ্রোতা। পুঁথিগত বিদ্যা পেটে থাকলেও তাঁদের অন্তর্লোকে ওই কুসংস্কার ও অন্ধ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাস দ্বারা আচ্ছন্ন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বাবাসাহেব আম্বেদকার কিংবা সত্যজিৎ রায় এই ২০২৫ সালে বেঁচে নেই। তাহলে আজীবন বর্ণহিন্দুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো আম্বেদকার অথবা 'দেবী', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ'-এর মতো সিনেমা বানানোর অপরাধে মোদিজির ভারতে এই দুজনেরই ঠাঁই হত তিহার জেলে। এদের উপর হয়তো 'সনাতন ধর্মকে অপমান করেছেন'— জাতীয় ট্যাগ লাগানো হত আর পার কমেন্ট দু'টাকা পারিশ্রমিক পাওয়া গোমূর্খ অন্ধভক্তের দল সোশ্যাল মিডিয়ায় এই দুজনের বাপ-বাপান্ত করে ছাড়ত। বেশিদিন আগের কথা নয়, সংঘ পরিবারেরই এক তাত্ত্বিক অরুণ শৌরি আম্বেদকারকে হেয় করার উদ্দেশ্যে একটি বই লেখেন— 'Worshipping False Gods'। মনেপ্রাণে ব্রাহ্মণ্যবাদী অথচ মুখে সামাজিক সৌহার্দ্যের কথা বলে ঘুরপথে কয়েক হাজার বছরের সামাজিক শোষণ টিকিয়ে রাখার কারবারিরা আজও সংঘের ছত্রছায়ায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ যেদিন ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান যাত্রা শুরু করে, ঠিক তার পরেই আরএসএস-এর মুখপত্র 'অর্গানাইজার'-এ একটি নিবন্ধ লেখেন হিন্দুত্ববাদী হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক শঙ্কর শুভ্র আইয়ার। তিনি 'মনুস্মৃতি'র মতো পবিত্র গ্রন্থকে ভারতীয় সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে না মানার জন্য আম্বেদকারের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। [দ্র. Manu Rules Our Haters, Organiser, 6th February, 1950, pp.7]। এর ঠিক আগেই ওই একই 'অর্গানাইজার' পত্রিকা লিখেছিল 'মনুস্মৃতি'কে স্বীকৃতি না দিয়ে ভারতীয় সংবিধান-প্রণেতা গর্হিত অন্যায় করেছেন। [Organiser, 30th November, 1949]। আরএসএস-এর প্রধান আপত্তি ছিল ভারত রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক-ধর্মনিরপেক্ষ-সার্বভৌম ও সকলের জন্য সমানাধিকারবিশিষ্ট একটি দেশ হিসেবে ঘোষণা করা নিয়ে। কিন্তু আসল খেলা আরও অনেক গভীরে। সাভারকার-গোলওয়ালকার সরাসরি বর্ণবাদী সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার কথা বলেননি। সূক্ষ্ম বাস্তব রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অধিকারী সঙ্ঘের এই দুই প্রধান তাত্ত্বিকই বলেছিলেন, তাঁরা 'অস্পৃশ্যতা'র বিরোধী। সাভারকার তো রীতিমতো 'অস্পৃশ্যতাবিরোধী অনুষ্ঠানে' অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু 'হিন্দু মহাসভা'কে এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেননি তিনি। ২০ জুন, ১৯৪১-এর বক্তৃতায় স্পষ্ট বলেছিলেন সাভারকার, তিনি হিন্দু মন্দিরে অস্পৃশ্য সমাজের প্রবেশাধিকার নিয়ে আন্দোলনে 'হিন্দু মহাসভা'কে যুক্ত করে 'সনাতনী হিন্দুদের' মনে আঘাত করবেন না— "I gurantee that the Hindu Mahasabha shall never force any legislations regarding the entry of untouchables in the ancient temples or compel by law any sacred ancient and moral usage or custom prevailing in those temples. In general the Mahasabha will not back up any Legislations to thrust the reforming views on our Sanatani brothers so far as personal law is concerned" [A. S. Bhide (ed.) Vinayak Damodar Savarkar's Whirlwind Propaganda: Extracts from the President's Diary of his propagandist Tours Interviews from December 1937 to October 1941, Bombay, 1941]

ছটব্রতী। সোমবার শহরের এক গঙ্গার ঘাটে

স্বাভাবিক যান চলাচল শুরু হল দুধিয়ার হিউম পাইপের সেতুতে

সংবাদদাতা শিলিগুড়ি : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করে সোমবার খুলে গেল শিলিগুড়ি-মিরিক সংযোগকারী দুধিয়া অস্থায়ী সেতু। গত ৪ অক্টোবর রাতে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসে বালাসন নদীর উপর পুরনো লোহার সেতুটি ভেঙে যায়। বৃষ্টি এবং ধসে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৭ অক্টোবরই জানিয়েছিলেন যে, দ্রুত হিউম পাইপ দিয়ে অস্থায়ী সেতু তৈরি করে দেওয়া হবে। এই ঘোষণার পরই শুরু হয়ে যায় কাজ। মাত্র ১৬ দিনের মধ্যে নির্মাণকাজ সম্পন্ন করে খুলে দেওয়া হল অস্থায়ী সেতু। তবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ১০ টনের বেশি ভারী গাড়ি ওই সেতু দিয়ে চলাচল করবে না। সোমবার সকাল ১১টা থেকে মিরিক-শিলিগুড়ি যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। খুশি পর্যটক-সহ গাড়ি চালকরা। এদিন কার্শিয়াংয়ের বিডিও কৌশিক চক্রবর্তী জানান, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই

এই সুখবর রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন। এত দ্রুততার সঙ্গে কাজ করাটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ছিল। একদিকে খরস্রোতা নদীর জল, অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ— সব মিলিয়ে রাজ্য সরকার ও পূর্ত দফতরের সহযোগিতায় কাজ শুরু হয়েছে। এই মুহূর্তে ১০ টনের বেশি যান চলাচল করতে পারবে না বলে সাফ জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে তিনি জানান মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, পুরনো সেতুর স্থানে ৫৪ কোটি টাকায় একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের প্রকল্প ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হয়েছে।

রাজ্য প্রশাসনে বড়সড় রদবদল

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) ঘোষণার ঠিক আগে রাজ্য প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল করল নবান্ন। একদিনে বদলি করা হয়েছে ৫২৭ জন আমলাকে। যার মধ্যে রয়েছেন ৭০ জন আইএএস ও ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক। এই পদক্ষেপে সরগরম প্রশাসনিক মহল। ২৪ অক্টোবরের নবান্নের নির্দেশিকা অনুযায়ী, জেলাশাসক বদল হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, কোচবিহার, দার্জিলিং, মালদা, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও কালিম্পঙে। বদলির তালিকায় রয়েছেন ১৪ জন জেলাশাসক, ২২ জন অতিরিক্ত জেলাশাসক, ১৫ জন সাব-ডিভিশনাল অফিসার (এসডিও) এবং ১০ জন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি (ওএসডি)।

এই রদবদলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কলকাতা পুরসভার কমিশনার ধবল জৈনকে সরিয়ে পাঠানো হয়েছে বীরভূমের জেলাশাসক পদে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত গুপ্তকে আনা হয়েছে কলকাতা পুরসভার কমিশনারের দায়িত্বে। কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মীনা যাচ্ছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের পদে।

হিডকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শশাঙ্ক শেট্টিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক রাজশ্রী মিত্র। মুর্শিদাবাদের নতুন জেলাশাসক হয়েছেন নীতিন সিংঘানিয়া, যিনি মালদহের জেলাশাসক ছিলেন। দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক প্রীতি গয়ালকে পাঠানো হয়েছে মালদহের জেলাশাসকের পদে। এ ছাড়া উত্তর ২৪ পরগনার অতিরিক্ত জেলাশাসক মণীশ মিশ্র হচ্ছেন কোচবিহারের জেলাশাসক। বসিরহাটের অতিরিক্ত জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্করকে পাঠানো হয়েছে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক পদে। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সুনীল আগরওয়ালকে করা হয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বিশেষ সচিব। বীরভূমের জেলাশাসক বিধানচন্দ্র রায়কে পাঠানো হয়েছে খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের বিশেষ সচিব পদে।

পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পূর্ণেন্দু মাজিকে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের বিশেষ সচিব করা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের বিশেষ সচিব রাজু মিশ্রকে করা হয়েছে কোচবিহারের জেলাশাসক। স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ সচিব ইউ আর ইসমাইলকে পাঠানো হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক পদে। পুরুলিয়ার জেলাশাসক রজত নন্দাকে করা হয়েছে পর্যটন দফতরের নির্দেশক। অন্যদিকে, অধিকাংশ এসডিও-কে বদলি করা হয়েছে অতিরিক্ত জেলাশাসক পদে। একাধিক ওএসডি-কে দেওয়া হয়েছে এসডিও-র দায়িত্ব। পাশাপাশি বদলি করা হয়েছে ৪৫৭ জন ডব্লিউবিসিএস আধিকারিককেও।

■ ছটপুজো উপলক্ষে খড়দহের রাসখোলা-সহ গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে সোমবার অগণিত পুণ্যার্থীর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মন্ত্রীকে পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ।

নেতৃত্বে সাংসদ, কাকদ্বীপে প্রতিবাদ মিছিল তৃণমূলের

সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধিক্কার মিছিল ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হল কাকদ্বীপ এসডি ১৯ বাসস্ট্যান্ডে। সোমবার বিকেলে কাকদ্বীপের বামুনের মোড় থেকে এই মিছিল বের হয়। নেতৃত্বে ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার ও কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা। মিছিলের শেষে এদিন কাকদ্বীপ এসডি ১৯ বাসস্ট্যান্ডে সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভা থেকে তৃণমূল নেতারা কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে আক্রমণ করেন। সাংসদ বাপি হালদার বলেন, বিজেপি সরকার সাম্প্রদায়িক সরকার সেই কারণে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াতে এসেছিলেন সুকান্ত মজুমদার। যারা অন্যায় করে প্রশাসন তাদের ছাড়ে না। যে এই মূর্তি ভাঙার কাজ করেছে তাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। বিজেপি সব সময় মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগাতে চায় এছাড়া ওদের কোনও কাজ নেই। বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে এখানে গন্ডগোল করার চেষ্টা করেছে। এর যোগ্য জবাব দেবে

■ তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিলে বাপি হালদার-সহ অন্যরা।

ছাব্বিশের নির্বাচন। সাংসদ আরও বলেন, আমরা প্রস্তুত আছি। এসআইআর হোক বা না হোক, ফের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির আসন তলানিতে চলে যাবে। এসআইআরের নামে যদি কোনও যোগ্য ভোটারের নাম বাদ যায় আমরা ছেড়ে কথা বলব না। এভাবে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ভোটের বৈতরণী পার করতে চাইছে তারা। কিন্তু সেটা হবে না। মানুষ তৈরি আছে, নির্বাচনে এলেই বিজেপিকে তা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কীভাবে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে হয় আমরা জানি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিজেপি ছাব্বিশের নির্বাচনে একটা আসনও পাবে না। বলেন, আত্মবিশ্বাসী সাংসদ।

■ দক্ষিণ কলকাতার ভূকৈলাস মন্দিরে ছটব্রতীদের সঙ্গে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সোমবার।

ডিএম, ইআরও, বিএলওদের নিয়ে বৈঠকে সিইও দফতর

প্রতিবেদন : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী নিয়ে বুধবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে ভার্চুয়াল বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওই বৈঠকে অংশ নেবেন রাজ্যের সব জেলার জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও), সব বিধানসভার ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) এবং বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও)। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য এই বৈঠক করা হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফে এই সংক্রান্ত গাইডলাইন পাওয়া মাত্রই তা রাজ্যের প্রতিটি জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। কমিশনের তরফে পশ্চিমবঙ্গের জন্য আলাদা করে অতিরিক্ত কিছু নির্দেশনাও জারি করা হবে বলে জানা গেছে। কমিশন সূত্রে খবর, গাইডলাইন রাজ্যে এসে পৌঁছালেই আজ রাতেই জেলায় জেলায় তা পাঠানো হবে। এছাড়া, রাজ্যের বুথ লেভেল অফিসারদের নিরাপত্তা নিয়ে ওঠা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, জাতীয় নির্বাচন কমিশন আলাদাভাবে বৈঠক করবে। সেই বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন। সূত্রের খবর, বুথ লেভেল অফিসারদের নিরাপত্তা ও কাজের পরিবেশ নিয়ে সার্বিক পর্যালোচনা করা হবে ওই বৈঠকে।

জোড়া দুর্ঘটনায় মৃত ২

প্রতিবেদন : কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে জোড়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনা বিধাননগর স্টেশনে। ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে সোমবার দুপুরে বিধাননগর স্টেশনে প্রাণ হারালেন দুই যাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন বেলা দুটো নাগাদ একটি ডাউন ট্রেন দমদম থেকে বিধাননগরে ঢোকার মুখে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে এক যাত্রী ২ ও ৩ নং লাইনের মাঝে পড়ে যান। চাকায় পিষে মৃত্যু হয় তাঁর। কয়েক মুহূর্ত পরেই ৪ নং লাইনে আরও একটি ট্রেন দমদম থেকে বিধাননগর ঢোকার মুখে দরজা থেকে শরীর বের করে প্রথম দুর্ঘটনায় কী হয়েছে দেখতে গিয়ে রেলব্রিজের পিলারে ধাক্কা খেয়ে লাইনের পাশে খালে পড়ে যান আরও এক যাত্রী। ওই যাত্রীরও মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে রেল পুলিশ।

প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে ক্যাফের আড়ালে হুক্কাবার-সহ অসমাজিক কাজকর্ম চালানোর অভিযোগ। প্রতিবাদ করায় এক নিরাপত্তারক্ষীকে ব্যাপক মারধর। লেক থানায় দায়ের হয়েছে দু'পক্ষের অভিযোগ

বিনামূল্যে অভাবীদের প্রাইভেট টিউশন প্রকল্প চালু করলেন সাংসদ

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে নতুন কর্মসূচি নিয়ে এবার এগিয়ে এসেছেন বারাসতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিখরচায় প্রাইভেট টিউশনের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। আগেও আর্থিকভাবে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য এমপি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেন সাংসদ। এবার জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সহযোগিতায় 'শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে' নামে এমপি শিক্ষা মিশনের তরফে ফ্রি টিউশন ক্লাসের সূচনা করলেন তিনি রবিবার বারাসত পুরসভার বিদ্যাসাগর প্রেক্ষাগৃহে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বারাসত সাংগঠনিক জেলার আওতাধীন প্রতিটি স্কুল-কলেজের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের বিভিন্ন স্ট্রিমের অভাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতি রবিবার সকাল-বিকেল এই টিউশনের ব্যবস্থা হয়েছে। ক্লাস নেবেন প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। আর এর সুফল পাবে এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। সাংসদ বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষার প্রচার-প্রসারে

■ এমপি শিক্ষা মিশনের নিখরচার টিউশন ক্লাসের সূচনায় বারাসতের তৃণমূল সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

লাগাতার কাজ করছেন। শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু করে তাদের নিরবচ্ছিন্ন পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন। রাজ্যে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি অনেক বেড়েছে। উচ্চশিক্ষায় স্কলারশিপের ব্যবস্থা চালু করেছেন। তাঁর সেই দিশা থেকেই পথ দেখে আমি এই উদ্যোগ নিয়েছি। এদিনের সূচনা অনুষ্ঠানে ছিলেন ডিপিএসসির চেয়ারম্যান দেবব্রত সরকার, বারাসত জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ সুব্রত মণ্ডল, শহর তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস মিত্র, টিএমসিপি নেত্রী জয়া দত্ত, টিএমসিপি জেলা সভাপতি সোহম পাল ও পুরসভার কাউন্সিলররা।

■ সোমবার ছটপুজো উপলক্ষে টালিগঞ্জের ১১৩ নং ওয়ার্ডের দীনেশ নগরে ১০ হাজারেরও বেশি মানুষের সঙ্গে পুজোয় অংশগ্রহণ করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। এদিন টালিগঞ্জের মোট ১৬টি ঘাটে ছটপুজোয় অংশ নেন তিনি। ছিলেন বরো চেয়ারম্যান তারকেশ্বর চক্রবর্তী, কাউন্সিলর তপন দাশগুপ্ত, গোপাল রায়, অনিতা কর মজুমদার, অরূপ চক্রবর্তী, সন্দীপ নন্দী মজুমদার, সন্দীপ দাস ও বিশ্বজিৎ মণ্ডল।

মঙ্গলের রাতে অন্ধ্রে মন্থার ল্যান্ডফল শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা

প্রতিবেদন : রবিবার রাতেই সাগরের বুকে জন্ম নিয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। মঙ্গলবার সেই ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়বে অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে। এর প্রভাবে বাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণের প্রায় সব জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উপকূলের কিছু জেলায় অতি ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। শনিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে কলকাতার জন্যও।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। ঘণ্টায় ১৩ কিলোমিটারের গতিতে এগোচ্ছে অন্ধ্রের দিকে। আপাতত বিশাখাপত্তনম থেকে ৫৬০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে এবং চেন্নাই থেকে ৫০০ কিলোমিটার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে এর অবস্থান। মঙ্গলের সকালে এটি আরও শক্তি বাড়িয়ে পরিণত হবে সিভিয়ার সাইক্লোনিক স্টর্ম বা তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে। এদিন সন্ধ্যা বা রাতে মন্থা আছড়ে পড়বে অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনম থেকে কলিঙ্গপত্তনমের মাঝে। ল্যান্ডফলের সময় সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১১০ কিলোমিটার।

এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে মঙ্গলবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি-সহ উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। কাকদ্বীপ, নামখানায় জোরকদমে চলছে পুলিশের মাইকিং। উত্তরের জেলাগুলির জন্যও শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। শুক্রবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টি মালদা এবং দুই দিনাজপুরেও।

■ বনগাঁ পুলিশ জেলার 'পুলিশ বন্ধু' অ্যাপের সূচনায় এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার। ছিলেন ডিআইজি বারাসত রেঞ্জ ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, দীনেশ কুমার-সহ অন্যরা।

চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু

সংবাদদাতা, বারাসত : বারাসতের হাসপাতালে আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যু! মৃত চিকিৎসকের নাম শুভজিৎ আচার্য। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ-হাসপাতালে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ছিলেন মধ্যমগ্রামের শিশির কুঞ্জের বাসিন্দা শুভজিৎ। রবিবার রাতে বারাসতের এক বেসরকারি হাসপাতালে বুকে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, হার্ট রেট কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি ওষুধ খেতেন তিনি। প্রাথমিকভাবে অনুমান, ওষুধের অধিক মাত্রার কারণেই শরীরে বিষক্রিয়া তৈরি হয়। আর তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে ওই চিকিৎসকের। তবে পরিবার তা মানতে নারাজ। চিকিৎসকের দেহ বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

■ হাওড়ার বাউড়িয়া ঘাটে ছটব্রতীদের সঙ্গে পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। সোমবার।

পেয়ারাবাগান বস্তিতে আগুন, অসুস্থ ৭

প্রতিবেদন : ফের আগুন শহরে। সোমবার দুপুরে বালিগঞ্জ এলাকার বেলতলায় পেয়ারাবাগান বস্তিতে আগুন লাগে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দমকলের ২টি ইঞ্জিন। তবে ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নেভাতে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয় দমকলকর্মীদের। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল। তবে কীভাবে আগুন লেগেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বন্ধ ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে আগুনের জেরে ২ শিশু-সহ ৭ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ স্বামীর

প্রতিবেদন : সুইসাইড নোটে বহুবচন দেখেই সন্দেহ হয় পুলিশের। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট হয়, আত্মহত্যা নয়, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে শ্যামপুকুরের গৃহবধূকে। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই মহিলার স্বামীর কোনও খোঁজ মিলছিল না। অবশেষে রবিবার রাতে নিজেই থানায় এসে আত্মসমর্পণ করলেন পলাতক স্বামী। পুলিশ সূত্রে খবর, গত শনিবার শ্যামপুকুরের বাড়িতে অচৈতন্য অবস্থায় পূজা পুরকাইত নামে এক যুবতীকে উদ্ধার করে পুলিশ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আত্মহত্যার তত্ত্ব খারিজ করে খুনের মামলা দায়ের করে পূজার পরিবার। তদন্তে নেমে উদ্ধার হয় সুইসাইড নোট, যেখানে লেখা 'আমাদের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়'! 'আমাদের' দেখেই সন্দেহ হয় পুলিশের। শুরু হয় পলাতক সুমিত পুরকাইতের খোঁজে তল্লাশি। অবশেষে রবিবার অভিযুক্ত নিজেই থানায় আত্মসমর্পণ করেন।

আচার্য সাক্ষাতে ছয় উপাচার্য

প্রতিবেদন : রাজ্যে ছ'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নবনিযুক্ত উপাচার্যদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ সারলেন রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস। সোমবার তাঁরা রাজ্যপালের আহ্বানে রাজভবনে যান। সেখানে মিনিট কুড়ি তাঁদের মধ্যে কথা হয়। সূত্রের খবর, রাজ্যপাল জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই তাঁদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার রক্ষার পক্ষেও তিনি মত প্রকাশ করেন। পড়ুয়াদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেভাবেই পঠন-পাঠন চালানো হবে এই নিয়ে তাঁরা একমত হন।

■ পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর বাড়ির জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। সোমবার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

28 October, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২৮ অক্টোবর ২০২৫
মঙ্গলবার

টিকিট কেটে পুকুরে মাছ ধরা শুরু হল বানারহাটের গয়েরকাটায়। সপ্তাহান্তে বেড়ানোর পাশাপাশি খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত মাছ নিয়ে যাচ্ছেন অনেকে। পাশাপাশি ছুটির দিনে মাছ ধরার টিকিট বিক্রি করে ভাল আয় হচ্ছে

রাজ্যের উদ্যোগে বানারহাটের প্রত্যন্ত চা-বাগান এলাকায় পেভার্স ব্লকের রাস্তা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নের কাজ। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতেও পৌঁছে গিয়েছে উন্নয়নের আলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় এবার উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছল গেন্দাপাড়ায়। দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত রাস্তা নির্মাণের স্বপ্ন অবশেষে বাস্তবের পথে। ধূপগুড়ি মহকুমার বানারহাট ব্লকের বানারহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গেন্দাপাড়া চা-বাগানে প্রায় ২ কোটিরও বেশি টাকা ব্যয়ে ১৬০০ মিটার দীর্ঘ পেভার ব্লক রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হয় রবিবার। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকার মানুষের দাবি ছিল রাস্তা পাকা করে দেওয়ার, বর্ষার সময় এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষকে। নতুন পাকা রাস্তা হলে সবচাইতে বেশি উপকৃত হবে চা-বাগান শ্রমিকদের ঘরের ছাত্রছাত্রীরা।

■ রাস্তার উদ্বোধনে বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়-সহ নেতৃত্ব। নতুন রাস্তাতে খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

রীতিমতো পুজো করে নতুন রাস্তার কাজের শিলান্যাস করেন ধূপগুড়ির বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায়। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য সরকার চা-বাগান ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনে উন্নয়নের আলো পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর।

এই রাস্তা শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই উন্নত করবে না, চা-শ্রমিক পরিবারগুলির জীবনযাত্রার মানও বদলে দেবে। স্থানীয় বাসিন্দা রাজেন ছেত্রী বলেন, এতদিন কাদা ও ভাঙাচোরা পথে চলাচল ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। এখন পাকা রাস্তা হলে স্কুলে পড়ুয়া থেকে শুরু করে চা-বাগানের শ্রমিক সকলেরই যাতায়াত সহজ হবে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে গেন্দাপাড়ার মানুষদের মুখে এখন একটাই কথা, দিদির সরকার সত্যিই কথা রাখে।

টাকা, গহনা-সহ ধৃত

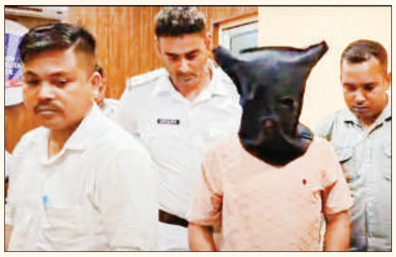

● শিলিগুড়ির ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জন নগর এলাকায় চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম জব্দুল হুসেন, বাড়ি জয়গাঁও ঝরনা বস্তি এলাকায়। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চুরি হওয়া ৬ লক্ষ টাকা নগদ, প্রায় ১০ ভরি সোনার অলঙ্কার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২১ অক্টোবর বাড়ির সদস্যরা দুপুরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন। তখনই তালা ভেঙে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়া অর্থ ও অলঙ্কার। অভিযুক্তকে রিমান্ডে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ।

যুবকের রহস্যমৃত্যু

● পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কয়েকটা দিন কাটাতে এসেছিলেন অমিত চৌধুরী (৩২)। কিন্তু বেড়াতে এসে মৃত্যুর হল তার। সোমবার সকালে শ্বশুরবাড়ির পাশেই উদ্ধার হয় তাঁর নিথর দেহ। অমিতের পরিবারের অভিযোগ, তাঁর মৃত্যুর নেপথ্যে রয়েছে ষড়যন্ত্র। তাঁদের দাবি করেছেন, শ্বশুরবাড়ির লোকজনই অমিতকে খুন করেছে। ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভক্তদের ভিড়

● পুরসভার উদ্যোগে তোর্সা নদীঘাট সেজে উঠেছে। সোমবার নদীপাড়ে ছটপুজোর জন্য দলে দলে ভিড় করলেন ভক্তরা। তোর্সা নদীর পাড় সহ যেসব এলাকায় ছটপুজোর আয়োজন করা হয়েছে সেখানে উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোচবিহার শহরের তোর্সা নদীর পাড়ে ভক্তদের সুবিধার্থে অস্থায়ী ক্যাম্প চালু করেছে কোচবিহার পুরসভা। এদিন তোর্সা নদীর পাড় এলাকা পরিদর্শন করেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ।

দুর্যোগে মৃত দুই পরিবারের সদস্য যোগ দিলেন হোমগার্ডে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোচবিহারের মৃত ২ পরিবারের দু'জন সদস্যকে হোমগার্ডে নিয়োগ করল রাজ্য সরকার। সোমবার তাঁদের কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের দু'জনের নাম মৃণাল বর্মন ও জয়ন্তী বর্মন। এদিন এমনটাই জানিয়েছেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা। তিনি জানান, মৃত পরিবারের দু'জনকে হোমগার্ডের চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে। এটা রাজ্য সরকারের মানবিক উদ্যোগ। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে মাথাভাঙা ১ ব্লকের কেদারহাটের জোরশিমুলি এলাকায় জলঢাকার জলে তলিয়ে নিখোঁজ ছিলেন এক কিশোর ও এক বৃদ্ধ। তাঁদের দু'জনের মৃতদেহ এরপরে উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এরপরে পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছিল। তখনই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল দুই পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। অবশেষে এদিন দুই মৃত পরিবারের দু'জন সদস্যকে হোমগার্ডের চাকরিতে নিয়োগ করা হয়েছে।

■ মৃণাল বর্মন ও জয়ন্তী বর্মন যোগ দিলেন চাকরিতে। সোমবার।

বাবা-ছেলে গ্রেফতার

সংবাদদাতা, মালদহ : অভিনব কায়দায় ভিনরাজ্যে নিষিদ্ধ মাদক পাচারের চেষ্টায় ধরা পড়ল বাবা-ছেলে। রবিবার রাতে মালদহের রতুয়া থানার তৎপরতায় ভেস্তে গেল এই চক্রের পরিকল্পনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দু'জনের নাম মহম্মদ আরিউল শেখ ও তাঁর ছেলে কৌশর শেখ। জিনিসপত্র ফেরির অজুহাতে দুটি মোটরবাইকে করে রওনা দিয়েছিল বিহারের দিকে। কিন্তু গোপনসূত্রে খবর পেয়ে রতুয়া থানার পুলিশ ভালুকা ডাকবাংলো এলাকায় তাদের থামায়। তল্লাশিতে টিফিন বক্সের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৬০০ গ্রাম হেরোইন যার বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা। সোমবার ধৃতদের চাঁচল মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালত তাদের ১২ দিনের পুলিশি হেফাজতের পাঠিয়েছে। ধৃতদের ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এই বাবা ও ছেলে বড় পাচারকারী গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ।

ছটপুজোয় জঙ্গলসংলগ্ন ঘাটে বন দফতরের নজরদারি

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ছটব্রতীদের নিরাপত্তায় জলদাপাড়া ও বক্সার জঙ্গল সংলগ্ন ছটপুজোর ঘাটে বনকর্মী মোতায়েন করেছে বন দফতর। আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া ও বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলের কাছাকাছি বয়ে যাওয়া বিভিন্ন নদীর ঘাটে ছটপুজোর আয়োজন করে পুণ্যার্থীরা। এখন কার্তিক মাস। খেতের ধান পাকতে শুরু করেছে, ফলে লোকালয়ে বাড়ছে হাতির হানা। এছাড়াও জঙ্গলের ভেতরে বন্যায় তৃণভূমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তৃণভোজী প্রাণী হাতি, গন্ডার ও বাইসনের খাবারের সংকট দেখা দিয়েছে জঙ্গলের ভেতরে। পাশাপাশি জঙ্গল লাগোয়া নদীর তীরে হামেশাই হাতির আনাগোনা লেগেই থাকে। ফলে

■ জঙ্গললাগোয়া ঘাটে পাহারায় বন দফতরের কর্মীরা।

সোমবার সন্ধ্যায় ও মঙ্গলবার ভোরে যখন পুণ্যার্থীরা ঘাটে আসবেন, তখন যাতে কোনও প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তা রুখতেই আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জঙ্গল লাগোয়া ছটঘাটে কর্মী মোতায়েন করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে বন দফতর। প্রতিটি ছটপুজোর ঘাটেই কলাগাছ লাগিয়ে ফুল দিয়ে নানান সুন্দরভাবে সাজানো হয়। অতীতে দেখা গিয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের ছটঘাটে এই কলাগাছ খাওয়ার লোভে হাতির দল চলে এসেছিল।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় আধিকারিক পারভিন কাসোয়ান জানান, জঙ্গললাগোয়া এলাকায় ভোরবেলা ও সন্ধ্যাবেলা হাতি বের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই পুণ্যার্থীরা যাতে নিশ্চিন্তে ছটপুজো করতে পারে, সেই কারণেই তাদের নিরাপত্তার জন্য বনকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

28 October, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

পুজো মিটতেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু জোরকদমে

সংবাদদাতা, ঘাটাল : আরও একধাপ এগিয়ে গেল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ। ঘাটাল পুর এলাকায় তৈরি হবে দুটি পাম্প হাউস। তার জায়গা দেখে দ্রুত কাজ শুরু হবে, জানালেন সেচ আধিকারিকেরা। ইতিমধ্যেই শিলাবতী নদী ও শোলাটপার খাল সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে ধাপে ধাপে। বেশ কয়েকটি নদী এবং খাল সংস্কারের কাজ খুব দ্রুতই শুরু হবে। ৫০০ কোটি টাকা রাজ্য বাজেটে বরাদ্দের পর জোরকদমে শুরু হয়েছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণের কাজ। রাজ্য সরকার এককভাবে পয়সা খরচ করে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ করবে, জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইমতো ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হয়েছে। ২০২৮ সালের মধ্যে প্ল্যান কার্যকর হবে বলে প্রশাসনের দাবি।

■ পাম্প হাউস তৈরির কাজ পরিদর্শনে প্রশাসনিক কর্তারা।

সোমবার পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড কৃষ্ণনগর এলাকায় পাম্পহাউস তৈরির জায়গা দেখতে যান জেলা ও মহকুমা সেচ আধিকারিক, মহকুমা শাসক, প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর দোলই। ঘাটালের ১৭টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১২টি ওয়ার্ড বর্ষায় প্লাবিত হয়ে থাকে। ১ থেকে ১২ নং ওয়ার্ডকে বাঁচাতে দুটি পাম্প হাউস নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় সেচ দফতর। তিন নম্বর ওয়ার্ড কৃষ্ণনগর এলাকায় এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ড শ্রীরামপুর এলাকায় দুটি পাম্প হাউস নির্মাণ করে ঘাটাল পুর এলাকাকে বন্যার হাত থেকে বাঁচানো হবে। প্রায় ২৫ কোটি টাকা খরচ করে পুর এলাকায় দুটি পাম্প হাউস নির্মাণের কাজ হবে। বন্যার কারণে থমকে গিয়েছিল মাস্টার প্ল্যানের কাজ। পুজো মিটতেই জোরকদমে শুরু হয়েছে।

মূল অভিযুক্ত ফিরদৌস

দাবি নির্যাতিতার আইনজীবীর

দুর্গাপুর-কাণ্ড

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ধর্ষণকাণ্ডে সোমবার চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এল। এদিন দুর্গাপুর আদালতে টেস্ট আইডেন্টিফিকেশন বা টিআই প্যারেডের রিপোর্ট জমা দেয় পুলিশ। তা দেখার পরে বাইরে সাংবাদিকদের নির্যাতিতা ছাত্রীর আইনজীবী পার্থ ঘোষ জানান, ফিরদৌস শেখই এই ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত। সে সরাসরি ধর্ষণকারী। বাকি পাঁচজন কোনও না কোনওভাবে জড়িত। তাই তাঁরা সমান দোষী। সোমবার ছট উৎসবে ছুটি থাকার জন্য অভিযুক্তদের কাউকেই আদালতে আনা হয়নি। মহকুমা আদালতে সওয়াল-জবাব শুরু হওয়ার সময় আইনজীবী পার্থ ঘোষ আদালতে টিআই প্যারেডের রিপোর্ট খোলার আবেদন জানান। বিচারক শুভ্রকান্তি ধর মঞ্জুর করেন। রিপোর্ট অনুসারে, নির্যাতিতা পাঁচজনকেই ঠিকভাবে শনাক্ত করেছেন। যার মধ্যে ফিরদৌস শেখ মূল অভিযুক্ত। তার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।

■ আইনজীবী পার্থ ঘোষ।

পার্থ বলেন, ফিরদৌসই মূল অভিযুক্ত। সেই করেছে ধর্ষণ। বাকি পাঁচজনও কোনও না কোনওভাবে যুক্ত থাকায় এটি গণধর্ষণের সমান। তিনি আরও জানান, পুলিশি তদন্তে সহপাঠীর ভূমিকা সন্দেহজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বাকিদের মধ্যে দুই অভিযুক্ত হয়ত পুলিশের অনুমোদিত সাক্ষী হয়ে উঠতে পারে। এদিন ধৃতদের জামিনের আবেদন বিচারক নাকচ করে দেন। নির্যাতিতা রবিবার পুলিশি পাহারায় বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে বিচারক ভার্চুয়ালি কথা বলেন। বিচারক দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পরবর্তী শুনানির দিন নির্ধারণ করেছেন ৩১ অক্টোবর।

বিজেপির ফতোয়ার বিরুদ্ধে পথে তৃণমূল ও বাংলাপক্ষ

সংবাদদাতা, অণ্ডাল : ছটপুজোর নাম করে বিজেপি গতকাল মাংস ও মাছের দোকান বন্ধ রাখার হুলিয়া জারি করেছিল। আজ তারই বিরোধিতায় পথে নামল বাংলাপক্ষ। সঙ্গে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। অন্ডাল ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি পাপু কুণ্ডু বলেন, গতকাল বিজেপির কিছু দুষ্কৃতী রাস্তায় নেমে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়েছিল। তারই প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি এবং ব্যবসায়ীদের পাশে আমরা সর্বক্ষণ আছি। পাপু আরও বলেন, এটা সোনার বাংলা। সবাই আমরা মিলেমিশে থাকি। এখানে এভাবে ভেদাভেদ করা চলবে না। আমরা এটা কখনওই মেনে নেব না। তার বিরুদ্ধে আমরা আজ প্রতিবাদে নেমেছি রাস্তায়।

জুনপুটে কিশোরীর দেহ উদ্ধার, ধর্ষণ-খুনের নালিশ

সংবাদদাতা, কাঁথি : প্রেমের সম্পর্ক থেকেই খুন। টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে কিশোরীকে নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ এবং পরে প্রমাণ লোপাটের জন্য খুনের অভিযোগ উঠল প্রেমিকের বিরুদ্ধে। কাঁথির দেশপ্রাণ এলাকার ওই কিশোরীর পরিবারের তরফে জুনপুট কোস্টাল থানায় ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ করা হয়েছে। রবিবার বিকেলে কিশোরীর দেহ উদ্ধারের পরেই পুলিশ প্রেমিক দেবকুমার পাত্রকে প্রথমে আটক এবং পরে সোমবার রাতে গ্রেফতার করেছে। শনিবার বিকেলে টিউশন পড়তে গিয়েছিল ১৫ বছরের কিশোরী। এবছর মাধ্যমিক দেওয়ার কথা। রাত হয়ে এলেও বাড়ি ফেরে না। রবিবার বিকেলে জুনপুট কোস্টাল থানা এলাকায় একটি অজ্ঞাতপরিচয় কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের লোকেরা গিয়ে দেহ শনাক্ত করেন। মেয়েটির প্রেমিক গুজরাতের এক বেসরকারি কোম্পানিতে কাজ করে। কালীপুজোয় বাড়ি ফিরে এসেছিল সে। শনিবার তারা দেখা করে। কিশোরীর বাবার দাবি, মেয়েকে ভুল বুঝিয়ে মিথ্যা প্রলোভনে নিয়ে গিয়ে জোর করে ধর্ষণ করা হয়েছে।

খেজুরিতে শিশুকন্যার বাড়িতে গেল রাজ্য শিশুসুরক্ষা কমিশন

সংবাদদাতা, খেজুরি : খেজুরির নির্যাতিতা শিশুকন্যার বাড়িতে গেলেন রাজ্য শিশুসুরক্ষা কমিশনের সদস্যরা। সোমবার দুপুরে ওই শিশুকন্যার বাড়িতে গিয়ে পৌঁছয় চার সদস্যের প্রতিনিধি দল। সেখানে পরিবারের লোকজনের কাছে গোটা বিষয়টি জানার পাশাপাশি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। এদিন নির্যাতিতা শিশুর সাহসিকতা নিয়েও প্রশংসা করেন ওঁরা। প্রথমে ওঁরা তালপাটি কোস্টাল থানায় গিয়ে পুলিশের কাছ থেকে বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নেন। এরপর তাঁরা শিশুকন্যার বাড়িতে যান। রাজ্য শিশুসুরক্ষা কমিশনের প্রতিনিধি দলের সদস্যা যশবন্তী শ্রীমানী বলেন, খুব জঘন্য ঘটনা। আমরা পুলিশকে কোনও রাজনৈতিক রং না দেখে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। পরিবারের লোকেরাও আইনের উপর আস্থা রেখেছেন। তাঁরা এই ঘটনা নিয়ে কোনও রাজনীতি চান না বলে জানিয়েছেন। আমরাও আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছি। মেয়েটির যাতে পড়াশোনার কোনও ক্ষতি না হয়, তার জন্যে জেলাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।

বাড়িতে ১০ ফুটের অজগর উদ্ধার

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : বসতবাড়ির মূল ফটকের সামনে ঘাপটি মেরে বসে ছিল বিশালাকার পাইথন। চোখে পড়তেই হুলস্থুল বেধে যায়। খবর পেয়ে বনকর্মীরা উদ্ধার করে নিয়ে যান। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার ধরমপুর গ্রামের ঘটনা। গ্রামের নির্মল পাঁজার বাড়ির বাইরে গেটের সামনে সিঁড়িতে রবিবারের সন্ধ্যায় ঘাপটি মেরে বসে ছিল অজগরটি। রাতে বনকর্মীরা গ্রামে পৌঁছে উদ্ধার করে নিয়ে যান। উদ্ধার হওয়া অজগরটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ ফুট, ওজন প্রায় ২০ কেজি। উদ্ধার হওয়া অজগরটি ইন্ডিয়ান রক পাইথন নামে পরিচিত, জানিয়েছে বন দফতর।

এবার গাইডরা ঘুরিয়ে দেখাবেন দিঘার জগন্নাথধাম

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● দিঘা

সৈকত শহর দিঘায় গড়ে-ওঠা জগন্নাথধাম দূরদূরান্তের হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এবার দর্শনার্থীরা আরও সহজেই ঘুরে দেখতে পারবেন। তার জন্য রাস উৎসবের আগে দিঘায় মন্দির ট্রাস্টের তরফে চালু করা হল ট্যুর গাইড সিস্টেম। যার মাধ্যমে নতুন আসা দর্শনার্থীদের একেবারে গেট থেকে পিকআপ করে গাইডরা গোটা মন্দির ঘুরিয়ে দেখাবেন। কোথায় মা বিমলা, কোথায় বিষ্ণুদেব— ঘুরিয়ে দেখাবেন। মা বিমলার সঙ্গে জগন্নাথদেবের সম্পর্ক জানাবেন। সম্প্রতি দিঘা জগন্নাথধাম কর্তৃপক্ষের তরফে এই ট্যুর গাইড চালু করা হয়েছে। ১০ জন গাইড থাকছেন। দর্শনে যাওয়ার আগের দিন বুকিং করে নিতে হবে। বুকিংয়ের নম্বর ৭৩৬৩০৮৮৮৪২। জগন্নাথমন্দিরে এই প্রথম রাস উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ৫ তারিখ এলাহি আয়োজন হবে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের রাসলীলা প্রত্যক্ষ করতে পারবেন দর্শনার্থীরা। সকাল থেকেই হবে অনুষ্ঠান। থাকবে কীর্তন এবং শাস্ত্রীয় নৃত্য। দুপুর নাগাদ শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক হবে। এতে বিভিন্ন তীর্থের জল ব্যবহার করা হবে। নতুন পোশাকে সেজে উঠবেন প্রভু জগন্নাথ। গোটা মন্দির সাজিয়ে তোলা হবে ফুলের সাজে। রাতে রংবাহারি আলোয় ভরে উঠবে। রাস উৎসবের প্রসাদ পেতে হলে আগের দিন থেকে যোগাযোগ করতে হবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

28 October, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৮ অক্টোবর ২০২৫
মঙ্গলবার

দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের বার কাউন্সিল নির্বাচন ৪ নভেম্বর। ৯৭ জন প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে ২৬ আসনে। সভাপতি পদপ্রার্থী সঞ্জীব কুণ্ডু দুর্গাপুর প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক করে ৫৬ দফা প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন।

উত্তরপ্রদেশে মৃত আদিবাসী যুবকের বাড়িতে সামিরুল

সংবাদদাতা, বোলপুর : উত্তরপ্রদেশে বীরভূমের এক আদিবাসী যুবকের রহস্যমৃত্যুকে ঘিরে সরব রাজ্যসভা সাংসদ এবং রাজ্য পরিযায়ী উন্নয়ন সমিতির চেয়ারপারসন সামিরুল ইসলাম। বীরভূমের কসবা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা প্রতীক হেমব্রমের মৃতদেহ পাওয়া যায় রেললাইনে। ইতিমধ্যে মৃত যুবকের পরিবারের সদস্যরা পৌঁছে গিয়েছেন উত্তরপ্রদেশে। পরিবারের অভিযোগ, প্রতীককে খুন করে দুর্ঘটনা দেখানোর জন্য রেললাইনে মৃতদেহ ফেলে রাখা হয়েছে। সোমবার সামিরুল মৃত যুবকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বলেন, বিজেপি দলিত আদিবাসী মুসলমান এবং নিম্নবর্গের হিন্দুদের উপর অত্যাচার করছে। দিনকয়েক আগে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যসভার সংসদ ব্রিজলাল প্রকাশ্যে বলেছিলেন, তফসিলি জাতি এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে। এত বড় কথা বলার পরেও ব্রিজলালের বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি। মৃত যুবকের পরিবারকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি যতক্ষণ না প্রতীকের মৃত্যুর তদন্ত ঠিকভাবে হচ্ছে ততক্ষণ তৃণমূল আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর যে নৃশংস অত্যাচার হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে আমরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছি। তাতে কিছুটা কমলেও পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। বাংলা থেকে যাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন মূলত বিজেপি শাসিত রাজ্যে তাঁদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কারণ, তাঁরা বাংলায় কথা বলছেন। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্য থেকে আসা মানুষদেরকে বুকে টেনে নিয়ে পরিবারের মতো রেখে দিচ্ছে বাংলা।

■ উত্তরপ্রদেশে মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে সাংসদ সামিরুল ইসলাম।

ম্যারাথন

■ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের সারদাপল্লি জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটির উদ্যোগে দাসপুরের বকুলতলা থেকে কুশপাতা জগদ্ধাত্রী পুজো মণ্ডপ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা হল। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও অংশ নেয়। মোট ১৭০ জন অংশগ্রহণ করে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রতিযোগীকে বিশেষ পুরস্কার সহ মোট ১০ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করবে পুজো কমিটি।

তেলচুরি

■ তেলের ট্যাঙ্কার থেকে তেলচুরি চক্রের সদস্যদের হাতেনাতে ধরল বীরভূমের মহম্মদবাজার থানার পুলিশ। তেলচুরির যন্ত্রপাতিসহ একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ১৪ হাজার লিটার ডিজেল, ১২ চাকার তেলের ট্যাঙ্কার, ট্যাঙ্কার থেকে তেল বের করার জন্য একটি পাম্প, ৫০টি ড্রাম বাজেয়াপ্ত করে। দীর্ঘদিন ধরেই ট্রাকমালিকেরা অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন, জাতীয় সড়কের পাশে গাড়ি লাগিয়ে চালক হোটেলে খেতে গেলে তেলচুরি হত।

■ **বীরভূমের নতুন জেলাশাসক হচ্ছেন ধবল জৈন। ঝাড়গ্রাম জেলার নতুন জেলাশাসক হলেন আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর।**

আত্মহত্যা

■ পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন এক ব্যক্তি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার পশ্চিম মাতুরিয়া গ্রামে। নাম যুগল দাস (৫০)। বাড়িতে স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। দীর্ঘদিন পারিবারিক অশান্তিতে ভুগছিলেন। রবিবার বাড়ির সকলের নজর এড়িয়ে বিষ খান। তাম্রলিপ্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রবিবার রাতে মৃত্যু হয়।

পেনশন সচল রাখার টোপে দু'বারে বৃদ্ধের আড়াই লক্ষ গায়েব

সংবাদদাতা, চণ্ডীপুর : হোয়াটসঅ্যাপে আসা লিঙ্কে ক্লিক করতেই গায়েব টাকা। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর অ্যাকাউন্ট থেকে ২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা হাতিয়ে নিল প্রতারকরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর থানা এলাকার ঘটনা। চণ্ডীপুর থানার স্বপনকুমার হুতাইত অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী। তাঁর ফোনে একটি অচেনা নম্বর থেকে কল আসে। বলা হয়, পেনশন সচল রাখার কাজ চলছে। তার জন্য হোয়াটসঅ্যাপে লিঙ্ক পাঠানো হয়েছে। কিছু না বুঝেই স্বপন ক্লিক করতেই প্রথমে ২০ হাজার এবং পরে আরও ৫৮ হাজার ৫০০ টাকা কাটা যায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে। পরদিন সেই নম্বর থেকে আবার ফোন আসে। আরেকটি লিঙ্কে ক্লিক করতে বলা হয়। সেই ফাঁদে আরও ১ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫০০ টাকা খোয়ান।

কথা রাখলেন বিধায়ক লাভপুরে সেচের জল

সংবাদদাতা, লাভপুর : কথা দিয়ে কথা রাখলেন বিধায়ক। তাতেই খুশির হাওয়া এলাকায়। লাভপুর বিধানসভার অন্তর্গত লাভপুর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের দীর্ঘদিনের সেচের জন্য প্রয়োজনীয় জলের দাবি ছিল। সেই মতো লাভপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা বীরভূম জেলা পরিষদের মেন্টর অভিজিৎ সিংহ (রানা) সেচ দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই মতো গতকাল থেকে লাভপুরের সমস্ত অঞ্চলে যেখানে সেচনালা বা সেচ ক্যানাল আছে সেখানে সেচের জল আসতে শুরু করেছে। আজ বিধায়ক গঙ্গারামপুর, বাকুল, সাউগ্রাম ও আবাডাঙায় সেচ ব্যবস্থা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং এলাকার কৃষকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন এলাকাবাসীর সঙ্গে।

মন্থা-র ভয়ে ফসল ঘরে তোলার হিড়িক

সংবাদদাতা, ঘাটাল : আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় মন্থা। মঙ্গলবার আছড়ে পড়ার আশঙ্কা। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পাকা ধান নষ্ট হওয়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি পাকা ধান কেটে ঘরে তুলতে ব্যস্ত কৃষকরা। মন্থার প্রভাবে ঝড়বৃষ্টি হলে ধানচাষে ব্যাপক ক্ষতি হবে। জেলার ঘাটাল মহকুমার কৃষকদের চিন্তায় ঘুম উড়েছে। হারভেস্টার মেশিন দিয়ে ও হাত দিয়ে ফসল কেটে তড়িঘড়ি পাকা ধান ঘরে তুলতে পারলে রেহাই। এমনকী পিছিয়ে যাবে জলদি পোখরাজ জাতীয় আলুর চাষ।

কৃষকদের দাবি, চলতি বছরের শুরু থেকেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিকাজের চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁদের। তার ওপর ধানগাছে পোকার উপদ্রব। এখনও বেশিরভাগ কৃষকের মাঠের ধান কাঁচা। পাক ধানের গোড়ায় জল পেলে ক্ষতি হবে।

মহাসমারোহে শুরু ছটপুজো

ঝাড়গ্রামে উদ্বোধনে মন্ত্রী-সভাধিপতি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রামের সাতপাটিতে ছটপুজোর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, কংসাবতী নদীর পাড়ে। সোমবার এবং মঙ্গলবার ছটপুজো। ঝাড়গ্রামের সাতপাটিতে ছটপুজো কমিটির ব্যবস্থাপনায় ঝাড়গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি ও বাঁধগোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সৌজন্যে পুজো মহাসমারোহে হচ্ছে। ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি জয়দীপ হোতা, দেবব্রত সাহা, উজ্জ্বল পাত্র, সুদীপ্ত চক্রবর্তী ও অশোক ঘোড়াই প্রমুখ।

দুর্গাপুরে উৎসবের আবহ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের মোহন কুমারমঙ্গলম পার্কের ঘাটে উপচে পড়া ভক্তদের ভিড়ে কার্যত উৎসবের রূপ নিয়েছে গোটা এলাকা। চারদিক সেজে উঠেছে আলোয়, বাজছে গান। ভিড় সামলাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কড়া ব্যবস্থা। ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার প্রমুখ। প্রদীপ বলেন, ছটপুজো মানে কৃতজ্ঞতার উৎসব। সূর্যদেবকে প্রণাম জানানোর পাশাপাশি এ উৎসব আমাদের একতার প্রতীক।

পুরুলিয়া মিনি বিহার

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : দামোদর, কংসাবতী থেকে পুরুলিয়া শহরের সাহেববাঁধ, ছট উৎসব ঘিরে পুরুলিয়ার প্রতিটি এলাকায় জমে উঠেছে পরব। সূর্যমন্দিরে ভক্তদের ভিড়। পাশে রয়েছে প্রশাসন এবং তৃণমূল নেতারা। সাহেববাঁধ, বলরামপুরের বড়বাঁধ, নিতুড়িয়ার দামোদর ঘাট ছটের আগে পরিষ্কার করে দেয় প্রশাসন। জানিয়েছেন সমিতির সভাপতি শান্তিভূষণপ্রসাদ যাদব। পুরসভার চেয়ারম্যান নবেন্দু মাহালি বলেন, মঙ্গলবার অবধি এই উৎসবে ভিড় থাকবে। তাই নিরাপত্তার দিকেও বিশেষ নজর থাকে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
28 October, 2025 • Tuesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

১০০ দিনের গ্যারান্টি নেমেছে ৩১ দিনে, প্রতারণা মোদি সরকারের

প্রতিবেদন : বাংলায় মনরেগা প্রকল্পের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার এই নির্দেশের পর মোদি সরকারের নির্লজ্জ আচরণকে হাতিয়ার করেছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তিনি বলেন, মনরেগা প্রকল্পের ১০০ দিনের গ্যারান্টি কাজ নেমে এসেছে ৩১ দিনে। দিনের পর দিন বাংলায় মনরেগা প্রকল্পের কাজ বন্ধ রেখে রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষদের সঙ্গে প্রতারণা করছে মোদি সরকার। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মনরেগা প্রকল্পকে অসম্মান করে এই প্রকল্পকে মাটি কোপানোর কাজ বলেছিলেন। ডেরেক বলেন, দিনের পর দিন কাজ করার পরেও মনরেগা শ্রমিকদের মজুরি আটকে রাখা হয়। ৪০ শতাংশ মনরেগা কর্মীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আধার সংযোগ নেই। বিরোধীশাসিত রাজ্যে মনরেগা চালু রয়েছে। বাংলায় মনরেগা শ্রমিকরা যখন দুরন্ত কাজ করছিলেন, তখন তাঁদের বেতন আটকে রেখে ভাতে মারার চক্রান্ত করেছে মোদি সরকার। বাংলায় ৩৬ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করা হয়েছে মনরেগা প্রকল্পে। সারা দেশে বাংলা প্রথম। তার পরেও বাংলার ২ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি লোকের মজুরি আটকে রেখেছে মোদি সরকার। দেশের আইন মোতাবেক মোদি সরকারকে বাংলার মনরেগা শ্রমিকদের মজুরি দিতেই হবে, সাফ দাবি ডেরেক ও'ব্রায়েনের। সোমবার দেশের শীর্ষ আদালতে বাংলার মনরেগা প্রকল্প নিয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে মোদি সরকার। দেশের শীর্ষ আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, অবিলম্বে বাংলায় মনরেগা প্রকল্পের কাজ শুরু করতে হবে। একইসঙ্গে এই খাতে বাংলার বকেয়া বিপুল পরিমাণ টাকাও দিতে হবে কেন্দ্রকে। উল্লেখ্য, ২০২২ সাল থেকে বাংলাকে মনরেগা খাতে বকেয়া টাকা দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ রেখেছে মনরেগা প্রকল্পের কাজও। কলকাতা হাইকোর্ট জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকারকে সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, ১ আগস্ট থেকেই পশ্চিমবঙ্গে শুরু করতে হবে মনরেগা প্রকল্পের কাজ। সেই নির্দেশও মানেনি মোদি সরকার। এবার সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল কেন্দ্র।

মনরেগা : তোপ ডেরেকের

বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে কুৎসা, জবাব শিক্ষামন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা দেড় দশকে শিখরে পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টায় উন্নত স্কুল, আধুনিক ক্লাসরুম, দুঃস্থ পড়ুয়াদের স্কলারশিপ ও কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রীর মতো প্রকল্পের জেরে গত ১৫ বছরে স্কুলছুটের সংখ্যা প্রায় শূন্য। তবুও বিজেপি বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে। তথ্য দিয়ে এক্স হ্যান্ডলে সেই কুৎসার জবাব দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। লিখেছেন, দেড় দশকে বাংলায় হাজারেরও বেশি নতুন এবং উন্নত স্কুল হয়েছে-যা বাংলার প্রত্যন্ত এলাকাকে শিক্ষার আওতায় এনেছে। কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, সবুজসাথী, স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ-সহ একাধিক প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে, প্রাথমিকে স্কুলছুটের হার শূন্যে এসেছে। গত শিক্ষাবর্ষে শুধুমাত্র 'এসভিএমসিএমএস' বৃত্তিতেই প্রায় ৫.৫ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর আরও বক্তব্য, মিথ্যাবাদী ডাবল ইঞ্জিন সরকারগুলি আয়নায় নিজেদের দেখুন। মার্ক টোয়েন বলেছিলেন, পরিসংখ্যান কখনও মিথ্যা বলে না, কিন্তু মিথ্যাবাদীরা শুধুই অনুমান করে যায়। রাজ্যের আসল ছবি থেকে মিথ্যাগুলিকে আলাদা করা যাক :

১. ইউডিআইএসই কোড বেসরকারি এবং সরকারি স্কুলের জন্য একইভাবে নির্ধারিত। তাই সরকার 'শূন্য' এনরোলমেন্টের স্কুলগুলির হিসেব রাখতে পারে না।

২. কোনও বছরে নতুন ভর্তি না হওয়ার অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতে সেই স্কুলে কেউ থাকবে না। এটা মাথায় রেখে সরকার স্কুল বন্ধ করে স্থানীয় জনগণকে অক্ষম করার বিরুদ্ধে।

৩. ভর্তি না হওয়া স্কুলগুলির শিক্ষকদের স্থানীয়ভাবে বেশি পড়ুয়া থাকা স্কুলে নিয়োগ করা হয়। স্কুলগুলির ভর্তি অব্যাহত রাখার জন্য সরকারি বিভাগীয় আদেশের বদলে স্থানীয় নির্দেশের মাধ্যমে এটি করা হয়।

৪. পশ্চিমবঙ্গের সরকারি এবং সরকার পোষিত স্কুলগুলির শিক্ষকদের বেতন তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হয়। কিছু ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যের মতো বাংলায় এই নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

■ বীরপাড়ায় ছটপুজোর ঘাটে ভাণ্ডারায় গিয়ে খাবার পরিবেশন করেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক। ছিলেন বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো, জেলা পরিষদের মেন্টর মৃদুল গোস্বামী প্রমুখ।

■ হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাটে ছটপুজোর উদ্বোধনে মন্ত্রী অরূপ রায়, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী, জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া, মধ্য হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূলের সহ-সভাপতি সুশোভন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এসআইআর : যে নথি দরকার

- কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন অথবা পেনশন পান এমন পরিচয়পত্র
- ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, এলআইসি, স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া যে কোনও নথি
- জন্ম শংসাপত্র
- পাসপোর্ট
- জাতিগত শংসাপত্র
- ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট
- মাধ্যমিক বা তার অধিক কোনও শিক্ষাগত শংসাপত্র
- রাজ্য সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানের শংসাপত্র
- কোনও নাগরিকের ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার
- জমি অথবা বাড়ির দলিল
- স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া পারিবারিক রেজিস্ট্রার

মুখ পুড়ল কেন্দ্রের

(প্রথম পাতার পর)

চালু করার নির্দেশ দিয়েছিল। পাল্টা সুপ্রিম কোর্টে বাংলার টাকা আটকাতে দরবার করেছিল কেন্দ্র। এবার সেখানেও মামলায় মুখ পুড়ল কেন্দ্রের। হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। এ-প্রসঙ্গে রাজ্যসভার তৃণমূল দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, আড়াই কোটিরও বেশি গ্রামীণ শ্রমিকের সঙ্গে বঞ্চনা করেছে কেন্দ্র। তিন বছর ধরে তাঁদের প্রাপ্য বকেয়া আটকে রাখা হয়েছে। এখন আদালত রায় দিয়েছে জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিকে 'হিমঘরে রাখা যাবে না'। এই রায় গ্রামীণ শ্রমিকদের জন্য বড় জয়। কেন্দ্রকে কষিয়ে থাপ্পড়। তিনি বলেন, মনরেগা প্রকল্পে ১০০ দিনের গ্যারান্টি কাজ নেমে এসেছে ৩১ দিনে। রাজ্যের খেটে খাওয়া মানুষদের সঙ্গে প্রতারণা করছে মোদি সরকার।

কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধে বারবার গর্জে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দিল্লি পর্যন্ত গিয়েছে আন্দোলন। তারপর কেন্দ্রের তোয়াক্কা না করে বাংলার মানুষের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছেন। তবে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই সমানে চলেছে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এল বহু কাঙ্ক্ষিত জয়। আদালতের সাফ কথা, একটা প্রকল্পে এত বিপুল পরিমাণ মানুষকে বঞ্চিত করতে পারে না কেন্দ্রের সরকার। তাই প্রকল্প দ্রুত চালু করতে হবে। বাংলায় ১০০ দিনের কাজ ১ অগাস্ট থেকে চালু করার নির্দেশ দিলেও কেন্দ্র সরকার তা অবমাননা করেছে। উপরন্তু কেন্দ্র হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। সোমবার শুনানিতে এই মর্মে ভর্ৎসনাও করে বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ।

■ বোড়াল রক্ষিতের মোড় ব্যবসায়ী সমিতির জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে সাংসদ সায়নী ঘোষ, প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম, পুরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তী, নজরুল মণ্ডল, সঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিজেপির ঔদ্ধত্যের পরাজয়

(প্রথম পাতার পর)

কারণ, বহিরাগত জমিদার বিজেপির কাছে মাথা নত করবে না তৃণমূল কংগ্রেস।

সোমবার মুখ পুড়ল বিজেপি সরকারের। বাংলার বকেয়া টাকা দিতেই হবে কেন্দ্রকে— স্পষ্ট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। এর পরেই কেন্দ্রের প্রতি ক্ষোভ উগরে নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, যেমনটা আমি আগেও বলেছি, আবারও বলব: চলবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দি! জয় বাংলা। একইসঙ্গে এদিন তিনি ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও বার্তাও দেন।

সোমবার ১০০ দিনের কাজ-প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রের আবেদনে হস্তক্ষেপ করল না শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রের আবেদনের শুনানিতে প্রশ্ন করে— আপনারা নিজেরাই আবেদন তুলে নেবেন, নাকি আমরা তা খারিজ করে দেব? অবশেষে আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয়। অতএব হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল থাকল। এর ফলে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে আটকে থাকা টাকা কেন্দ্রকে ছাড়তে হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের পোস্টে লেখেন, আজকের রায় বহিরাগত বাংলাবিরোধী জমিদারদের আরেকটি শোচনীয় পরাজয়। মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট আজ কলকাতা হাইকোর্টের বাংলায় মনরেগা পুনরায় চালু করার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। এটি বাংলার জনগণের জন্য একটি ঐতিহাসিক জয়। দিল্লির অহংকার এবং অন্যায়ের সামনে যারা মাথা নত করতে অস্বীকার করেছিল এটা তাদের জয়। যখন বিজেপি রাজনৈতিকভাবে আমাদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হল, তখন তারা বঞ্চনাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করল। তারা বাংলার উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করল, দরিদ্রদের মজুরি কেড়ে নিল এবং মা-মাটি-মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য জনগণকে শাস্তি দিতে চাইল। কিন্তু বাংলা কখনওই হার মানেনি। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে প্রতিটি ন্যায্য টাকার জন্য, প্রতিটি সৎ কর্মীর জন্য লড়াই করব।

অভিষেক লিখেছেন, আজকের রায় তাদের মুখে গণতান্ত্রিক চড়, যারা বিশ্বাস করত বাংলাকে ধমকে, জোর করে চুপ করানো সম্ভব। বিজেপির ঔদ্ধত্যের পরিণতি এখন নিশ্চিত। তারা শুধু ক্ষমতা খোঁজে। তারা বাংলা থেকে নেয়, কিন্তু বাংলার পাওনা ফেরত দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু এখন তারা জনগণের ভোটে এবং সর্বোচ্চ আদালতে পরাজিত হয়েছে। আমি আগেও বলেছি, আবারও বলব: চলবে না অন্যায়, টিকবে না ফন্দি, জনগণের আদালতে হতে হবে বন্দি! জয় বাংলা।

আইনি লড়াই, পাশে থাকবে তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

নিবিড় সংশোধন নিয়ে রাজ্যবাসীর পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। এসআইআর-এর নামে বিজেপি নেতাদের আইনি-প্ররোচনায় পা না দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, বাংলায় কোনও বৈধ ভোটারকে বাদ দিতে দেওয়া যাবে না। বিজেপির চক্রান্ত সফল হবে না। আইনি পথে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার মানুষের পাশে থাকবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিহারের ছটপুজোয় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ভাগলপুরে গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল ৪ নাবালক। বয়স ১০ থেকে ১৫ বছর। ইসমাইল থানা এলাকায় নবটোলিয়াতে ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। ৪ জনেরই দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে

খুন করে জ্বালিয়ে দেওয়া হল ইউপিএসসি পরীক্ষার্থীর দেহ

নয়াদিল্লি: বাতানুকুল যন্ত্র বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়নি, দিল্লির গান্ধী বিহার ফ্ল্যাটে ইউপিএসসি পরীক্ষার্থী রামকেশ মীনাকে আসলে খুন করেছিল তাঁরই লিভ-ইন সঙ্গী ২১ বছরের অমৃতা চৌহান। তাকে এই কাজে সাহায্য করেছিল তারই প্রাক্তন প্রেমিক সুমিত কাশ্যপ এবং সন্দীপ কুমার নামে আরও এক যুবক। খুনের পরে রামকেশের দেহ তেল, ঘি আর মদ ঢেলে জ্বালিয়ে দেয় অমৃতা। প্রমাণ লোপাট করতে তার শিক্ষারই অপব্যবহার করেছিল ফরেনসিক সায়েন্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী অমৃতা। শেষে গ্যাস সিলিন্ডারের ভাল্ভ খুলে দিয়ে চম্পট দেয় তারা। বিস্ফোরণ ঘটেছিল আসলে ওই গ্যাস সিলিন্ডারেই। সেখান থেকেই আগুন ধরে যায় গোটা অ্যাপার্টমেন্টে। মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ৩২ বছরের রামকেশকে। ঘটনার ৩ সপ্তাহ পরে জানা গেল, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়নি রামকেশের। ঠান্ডা মাথায় ষড়যন্ত্র করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। গল্প সাজানো হয়েছিল দুর্ঘটনার। ষড়যন্ত্র এবং খুনের অভিযোগে রামকেশের লিভ-ইন সঙ্গী, প্রাক্তন প্রেমিক এবং আরও এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ৩ জনেই উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, খুনের কথা স্বীকার করেছে ধৃতরা। কিন্তু কেন এই নৃশংস খুন, সেই রহস্য এখনও অধরা। লক্ষণীয়, গত ৬ অক্টোবর এয়ার কন্ডিশনার মেশিনে বিস্ফোরণের খবর পেয়ে গান্ধী বিহারে রামকেশের ফ্ল্যাটে পৌঁছেছিল পুলিশ এবং দমকল। সেখানেই পড়ে ছিল রামকেশের অগ্নিদগ্ধ দেহ। প্রথমে এটি দুর্ঘটনা বলে মনে হলেও তদন্তকারীরা পরে সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখতে পান, অগ্নিকাণ্ডের আগে ভোররাত ৩টে নাগাদ একজন মহিলা ও একজন পুরুষ সম্পূর্ণ মুখ ঢেকে বিল্ডিংয়ে ঢুকছে। এর কিছুক্ষণ পর একজন বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পর একজন পুরুষ ও মহিলাকে বের হতে দেখা যায়। এখানেই রহস্যের গন্ধ পায় পুলিশ।

ধৃত লিভ-ইন সঙ্গী

স্ত্রী-মেয়ের কাপড় ছিঁড়ে দিয়ে শূন্যে গুলি চালিয়ে তাণ্ডব

জমি দিতে নারাজ কৃষককে গাড়ির চাকায় পিষে খুন বিজেপি নেতার

প্রতিবেদন : ডাবল ইঞ্জিন মধ্যপ্রদেশ যেন বিজেপির বাপের জমিদারি! তাই চাপ দিয়েও জমি না মেলায় কৃষককে গাড়ি চাপা দিয়ে 'খুন' করল বিজেপি নেতা ও তার গুন্ডাবাহিনী! বাঁচাতে আসা স্ত্রী-কন্যার কাপড় ছিড়ে চলল মধ্যযুগীয় বর্বরতা। সঙ্গে লাগাতার শূন্যে গুলি। ভয়ে কৃষক পরিবারকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারলেন না অন্য গ্রামবাসীরা। বিজেপি-শাসিত মধ্যপ্রদেশের ফতেগড় এলাকার গণেশপুরা গ্রামে বিজেপি নেতা ঘণ্টাখানেক ধরে নৃশংস অমানবিক অত্যাচার চালালেও পুলিশ প্রশাসন নাকি সেখানে পৌঁছতেই পারেনি! এমনকী, ওই স্থানীয় বিজেপি নেতা মহেন্দ্র নাগরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলেও স্বাভাবিকভাবেই এখনও পর্যন্ত তাকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। অভিযোগ, মধ্যপ্রদেশের ওই গ্রামে চাপ দিয়ে অন্তত ২৫ কৃষকের জমি কেড়ে নিয়েছে বিজেপি নেতা

মহেন্দ্র নাগর। শুধু জমি কেড়ে নেওয়াই নয়, এইসব কৃষককে গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে বিজেপির নেতা ও তার গুন্ডারা। কিন্তু গ্রামের কৃষক রামস্বরূপ ধাকড় কোনওমতেই নিজের জমি বিজেপি নেতার হাতে তুলে দিতে রাজি হননি। ভয় দেখাতে কৃষককে ঘিরে ধরে নাগর ও তার গুন্ডাবাহিনী। প্রথমে লাঠি ও বাঁশ দিয়ে মারধর করা হয়। তাতেও কৃষক রাজি না হওয়ায় তাঁর বুকের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেয় নাগরের চ্যালা-চামুণ্ডারা।

রামস্বরূপের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন তাঁর স্ত্রী-মেয়ে। নাগরের লোকেরা তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের কাপড় ছিঁড়ে তাঁদেরও হেনস্থা করে। প্রায় একঘণ্টা ধরে গ্রামে তাণ্ডব চালায় তারা। এমনকী, মৃত কৃষকের দেহে বন্দুক তাক করে রাখা হয় যাতে তাঁকে চিকিৎসার জন্যও নিয়ে যাওয়া না যায়। ঘটনায় ফতেগড় থানায় ওই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। তার পরিবারের দুই মহিলা সদস্য ও ১৪ জন সঙ্গীর বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও পুলিশ প্রশাসনে আস্থা নেই গ্রামবাসীদের। কারণ, বিজেপি নেতা মহেন্দ্র নাগরের ভয়ে পুলিশও কোনও পদক্ষেপ নেয় না।

মধ্যপ্রদেশের বিজেপি নেতার রুচিহীন সাফাই, মুখের উপর জবাব দিল তৃণমূল

প্রতিবেদন : বিজেপিকে উচিত জবাব দিল তৃণমূল। বিজেপি নেতাদের রুচি যে কতটা নিচে নেমেছে, কতটা নির্লজ্জ হয়ে উঠেছেন তাঁরা, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তৃণমূল। ইন্দোরে অসি ক্রিকেটারদের সঙ্গে লজ্জাজনক ঘটনার সাফাই দিতে গিয়ে বিজেপির আসল চেহারা সামনে এনে ফেলেছেন মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়। গোটা ঘটনার জন্য তিনি ঘুরিয়ে ওই দুই অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারকেই দায়ী করেছেন। কেন ওই খেলোয়াড়রা কাউকে না জানিয়ে হোটেল থেকে কেন বেরিয়েছিলেন, প্রশ্ন তোলেন কৈলাস। কৈলাসের এই আজব কুযুক্তির পর তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ সমাজমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন, মধ্যপ্রদেশের বিজেপির মন্ত্রী কৈলাস বিজয়বর্গীয়র ভাষা দেখুন। তাঁদের শহরে দুই মহিলা অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানি; আর তিনি বলছেন, খেলোয়াড়দের বলে বেরনো উচিত! এই হল বিজেপির মানসিকতা। দুঃখপ্রকাশের বদলে ওঁরা দোষারোপ করছেন। ডাবল ইঞ্জিন রাজ্যে মহিলাদের 'বলে বেরোতে হয়।' এঁরা বাংলায় জ্ঞান দিতে আসেন!!!

অসি ক্রিকেটারদের শ্লীলতাহানি

দিল্লিতে সেনা-অফিসার পরিচয় দিয়ে ধর্ষণ তরুণী চিকিৎসককে

নয়াদিল্লি: রাজধানী দিল্লিতে ধর্ষণের শিকার হলেন ২৭ বছর বয়সের এক মহিলা চিকিৎসক। সেনাবাহিনীর অফিসার পরিচয় দিয়ে ওই মহিলার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছিল আরভ নামে অভিযুক্ত ওই যুবক। তারপরে মসজিদ মাঠ এলাকায় ওই তরুণী চিকিৎসকের বাড়িতে গিয়ে খাবারে মাদকজাতীয় কিছু মিশিয়ে বেহুঁশ করে তাঁকে ধর্ষণ করে সে। দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে কর্মরত ওই চিকিৎসক। অমিত শাহর পুলিশ প্রথমে ঘটনাটা চাপা দিতে চেষ্টা করলেও তরুণীর অভিযোগের ভিত্তিতে শেষপর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় তারা। জেরার মুখে নিজের আসল পরিচয় স্বীকার করেছে ধৃত যুবক। সে আসলে একটি অনলাইন কেনাকাটা সংস্থার ডেলিভারি এজেন্ট। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তোলপাড় রাজধানী। প্রশ্ন উঠেছে, যে বিজেপি কথায় কথায় বাংলার নামে মিথ্যাচার করে, বিভ্রান্তি ছড়ায়, তাদের নিজেদের শাসিত রাজ্যগুলোতেই একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে কেন? কিছুদিন আগেই দিল্লিতে হোটেলে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছিল এক মহিলা চিকিৎসককে। ধর্ষণে অভিযুক্ত নিজেও চিকিৎসক।

কিন্তু এবারের ঘটনাটি ঠিক কী? প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, প্রতারণার ছকটা ধৃত যুবক সাজিয়েছিল বেশ কয়েকমাস আগেই। লেফটেন্যান্ট পরিচয় দিয়ে ইনস্টাগ্রামে ওই মহিলা চিকিৎসককে প্রতারণার ফাঁদে ফেলেছিল সে। হোয়াটস অ্যাপেও যোগাযোগ হয়। সেই সুযোগে গত ৫ মাস ধরে সেনা জওয়ানের মতো উর্দি পরে নিজের অজস্র ছবি পাঠায় অভিযুক্ত। জেরার মুখে সে জানায়, দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট এলাকার একটি দোকান থেকে সে সেনার উর্দির মতো দেখতে পোশাক কিনেছিল। ১৬ অক্টোবর দিল্লির সফদরজং এনক্লেভ থানায় ওই যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। বেশ কয়েকটি জায়গায় চিরুনি তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ছত্তরপুর এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রতারণার কৌশল দেখে স্তম্ভিত তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার একটি জেলা হাসপাতালে কর্মরত একজন চিকিৎসক গত সপ্তাহে আত্মহত্যা করেন। তিনি একটি সুইসাইড নোটে স্থানীয় একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই) গোপাল বাড়ানে এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ আনেন।

পথকুকুর মামলায় ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি: রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করল শীর্ষ আদালত। বাংলা, দিল্লি ও তেলেঙ্গানা ছাড়া সব রাজ্যকে ভর্ৎসনাও করল। পথকুকুর মামলায় দু'মাস কেটে গেলেও হলফনামা জমা দিয়েছে মাত্র তিনটি রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ, তেলেঙ্গানা ও দিল্লি। কিন্তু বাকি রাজ্যগুলির কোনও তৎপরতা নেই দেখে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা ও বিচারপতি এন ভি আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ এ নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

চাকরির চাপে আত্মহত্যা মার্শাল আর্ট কোচের!

ভোপাল: মধ্যপ্রদেশে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হল আন্তর্জাতিক জুজুৎসু খেলোয়াড় এবং মার্শাল আর্ট কোচ রোহিণী কালামের দেহ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, আত্মঘাতী হয়েছেন রোহিণী।

২০০৭ সালে পেশাদার কেরিয়ার শুরু করেন রোহিণী। ১৯তম এশিয়ান গেমসে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। আন্তর্জাতিক জুজুৎসু প্রতিযোগিতায় একাধিক পদক জিতেছেন। খেলা ছাড়ার পর কোচিংয়ের সঙ্গে যুক্ত হন। আস্থা এলাকার একটি বেসরকারি স্কুলে মার্শাল আর্টের কোচিং করাতেন। কিন্তু চাকরিক্ষেত্রে চাপের মুখে পড়েই আত্মহত্যার পথে বেছে নিয়েছেন রোহিণী, এমনটাই দাবি করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

রোহণীর বোন রোশনি জানিয়েছেন, চাকরিক্ষেত্রে চাপের মধ্যে ছিলেন তাঁর দিদি। কয়েকদিন আগেই বাড়ি আসেন। রবিবার সকালে জলখাবার খাওয়ার পর ফোনে কারও সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। এর পর নিজের ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা লক করে দেন। তারপরই শেষ করে দেন নিজেকে।

কাজ না করেই বেতন

জয়পুর: একসঙ্গে দু'দুটো চাকরি। কিন্তু গত দু'বছরে যাননি কোনও অফিসেই। তবুও ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে বেতন বাবদ ৩৭.৫৪ লক্ষ টাকা। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছেন রাজস্থানের বিজেপি সরকারের তথ্য প্রযুক্তি দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা প্রদ্যুম্ন দীক্ষিত ও তাঁর স্ত্রী পুনম দীক্ষিত। আদালতের নির্দেশে তদন্তে ধরা পড়েছে এই ভয়ঙ্কর দুর্নীতি।

ধৃত আইএএস অফিসার

ইটানগর: জোড়া আত্মহত্যার ঘটনায় গ্রেফতার করা হল আইএএস অফিসার তালো পোটমকে। অরুণাচলের এক তরুণ সরকারি কর্মীকে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দিল্লিতে কর্মরত ওই আমলার বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, যৌনহেনস্থা ও ব্ল্যাকমেলেরও অভিযোগ উঠেছে।

‘স্বাধীন বালোচ’ মন্তব্যের পর বলিউড তারকা সলমন খানকে জঙ্গি বলে উল্লেখ করল ক্ষুব্ধ পাকিস্তান। বালুচিস্তানকে স্বাধীন বলায় ভাইজানকে সন্ত্রাসবাদী বলার পাশাপাশি সে-দেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে ইসলামাবাদ

দেশের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত

রাষ্ট্রদ্রোহ আইন ও বাকস্বাধীনতা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন

নয়াদিল্লি : ভারতের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হচ্ছেন সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম প্রবীণ বিচারপতি সূর্যকান্ত। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতির নাম সুপারিশ করার জন্য কয়েকদিন আগে চিঠি দেন বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে। এর পরই ভারতের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণতম বিচারপতি সূর্যকান্তের নাম পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে সুপারিশ করেছেন। নিয়োগের পদ্ধতি সংক্রান্ত মেমোরেন্ডাম অফ প্রসিডিউর অনুসারে, বিদায়ী প্রধান বিচারপতিকে পদ ছাড়ার প্রায় এক মাস আগে সরকারের কাছে লিখিতভাবে তাঁর উত্তরসূরির নাম সুপারিশ করতে হয়। বিচারপতি সূর্যকান্ত হবেন দেশের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি। তিনি আগামী ২৪ নভেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই পদে থাকবেন।

ব্রিটেনে বর্ণবিদ্বেষী ধর্ষণের শিকার ভারতীয় মহিলা

লন্ডন : মাত্র দেড় মাসে ইংল্যান্ডে দ্বিতীয় ‘বর্ণবিদ্বেষী ধর্ষণ’-এর ঘটনায় চাঞ্চল্য। এবার ঘটনার শিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক যুবতী। কিছুদিন আগেই ব্রিটেনে এক শিখ মহিলাকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার রেশ কাটার আগেই আবার উত্তর ইংল্যান্ডে ধর্ষণের ঘটনা ঘিরে নিন্দা বিশ্ব জুড়ে। ব্রিটেন পুলিশ সূত্রে খবর, ২০ বছরের এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবতী আক্রান্ত হয়েছেন। ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ জানিয়েছে, ওয়ালসলে এই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে সন্দেহভাজন এক শ্বেতাঙ্গ পুরুষের তল্লাশি শুরু করেছিল তারা। সিসিটিভিতে ধরা পড়া সেই হামলাকারীর একটি ছবিও তারপর প্রকাশ করা হয়। হামলাকারীর

বয়স ৩২ বছর। ছোট করে চুল ছাঁটা এবং ঘটনার সময় সে কালো পোশাক পরেছিল। গোয়েন্দা সুপারিনটেনডেন্ট রোনান টাইরার জানিয়েছেন, তরুণীর উপর ভয়াবহ হামলা হয়। অভিযুক্তকে শেষমেশ গ্রেফতার করা গিয়েছে। ধৃত ব্যক্তি চূড়ান্ত বর্ণবিদ্বেষী ভাবনায় প্ররোচিত হয়ে এই কাণ্ড করেছে বলে তদন্তসূত্রে উঠে এসেছে।

দুই দেশের সম্পর্কে নতুন উত্তেজনা

বিতর্কিত মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাংলাদেশের অংশ বলে দেখানো হল!

ইউনুসের পদক্ষেপ ঘিরে চরম বিতর্ক

নয়াদিল্লি : বিকৃত মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাংলাদেশের অংশ বলে দাবি করে এক্তিয়ারের সীমা লঙ্ঘন করলেন সেদেশের অন্তর্বর্তী প্রধান মহম্মদ ইউনুস। তিনি আবারও ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ইস্যুতে মাথা গলিয়ে কূটনৈতিক অস্বস্তি তৈরি করলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে যা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন করে জটিলতা তৈরি করল। হাসিনা বিদায়ের পর থেকেই জামাতপন্থী ইউনুস সরকার মুক্তিযুদ্ধের অবদান ও স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মাণে ভারতের ভূমিকা নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করে পাকিস্তানের লেজুড়বৃত্তি করতে নেমেছে। আর এবার, সপ্তাহান্তে ঢাকা সফরে আসা পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির শামশাদ মির্জাকে ইউনুস একটি বিতর্কিত মানচিত্র উপহার দিতে গিয়ে সমালোচনার কেন্দ্রে এসেছেন। যে উপহারটি নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সেটি হল ‘আর্ট অফ ট্রায়াম্ফ’ নামের একটি বই, যার প্রচ্ছদে থাকা বিকৃত মানচিত্রে অসম এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিকে বাংলাদেশের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। পাক-তাঁবেদার ইউনুস সেটাই পাকিস্তানের প্রতিনিধির হাতে তুলে দিয়ে অনভিপ্রেত বিতর্ক ডেকে এনেছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে ঐতিহাসিকভাবে টানাপোড়েন থাকা দুই দেশের সম্পর্কের উষ্ণতার আবহে এই ঘটনাটি ঘটেছে। রবিবার ইউনুস তাঁর এবং পাকিস্তানি জেনারেলের বৈঠকের ছবি ট্যুইট করেন। এরপর বিতর্কিত মানচিত্র সম্বলিত বইটি মির্জাকে উপহার দেওয়ার ছবি ঘিরে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এই মানচিত্রটি ভারতের সাতটি উত্তর-পূর্ব রাজ্যকে বাংলাদেশের ভূখণ্ড হিসেবে দেখিয়েছে, যা কট্টরপন্থী ইসলামি গোষ্ঠীগুলির ‘বৃহত্তর বাংলাদেশ’ দাবির সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই পোস্টের পর সামাজিক মাধ্যমে বিশ্লেষক এবং সাংবাদিকেরা ইউনুসের বিরুদ্ধে ভারতের সার্বভৌম এলাকায় অনাহূতভাবে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছেন। এই বিতর্ক নিয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

প্রসঙ্গত, ছাত্র-নেতৃত্বাধীন সহিংস বিক্ষোভের মুখে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর, ২০২৪-এর অগাস্টে ইউনুস দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে ধারাবাহিক উষ্ণতা দেখা যাচ্ছে। তবে এই প্রথম নয় যে ইউনুস ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে নিয়ে মন্তব্য করলেন। গত কয়েক মাসে নোবেলজয়ী এই ব্যক্তি বিদেশি ফোরামগুলিতে ভারতের ‘স্থলবেষ্টিত’ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির বিষয়ে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। গত এপ্রিল মাসে তাঁর প্রথম চিন সফরে গিয়ে তিনি দিল্লিকে অস্বস্তিতে ফেলে দাবি করেছিলেন যে এই অঞ্চলের জন্য বাংলাদেশই হল ‘মহাসাগরের একমাত্র অভিভাবক’, কারণ উত্তর-পূর্ব ভারত ‘স্থলবেষ্টিত’। এর মাধ্যমে তিনি এই অঞ্চলে চিনের প্রভাব বাড়ানো এবং তার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য চিনকে উৎসাহিত করেন। চিনা কর্মকর্তাদের তিনি বলেছিলেন, ভারতের সাতটি রাজ্য, ভারতের পূর্বাংশ... তারা একটি স্থলবেষ্টিত দেশ। তাদের মহাসাগরে পৌঁছানোর কোনও উপায় নেই। তিনি আরও বলেন, এই পুরো অঞ্চলের জন্য আমরাই মহাসাগরের একমাত্র অভিভাবক। তাই এটি এক বিশাল সম্ভাবনা খুলে দেয়। এটি চিনা অর্থনীতির একটি সম্প্রসারণ হতে পারে।

উত্তরবঙ্গের ‘চিকেন-স নেক’ করিডর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশাধিকার দীর্ঘদিন ধরেই একটি চ্যালেঞ্জ এবং গত দশকে নতুন দিল্লি ট্রানজিট রুটের বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে সফলভাবে চুক্তি করেছে। তবে তা হয়েছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হাসিনার আমলে। ইউনুসের অধীনে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে, কারণ ঢাকা পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করতে চাইছে। ইউনুসের আগের মন্তব্যে ভারতে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়, যার প্রতিক্রিয়ায় বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন এবং এটিকে বিমসটেক-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ কেন্দ্র বলে উল্লেখ করেন। ভারত সেই সময়ে একটি ট্রানশিপমেন্ট চুক্তিও বাতিল করে দেয়, যা নেপাল, ভুটান এবং মায়ানমারের পথে ভারতীয় ভূখণ্ড দিয়ে বাংলাদেশি পণ্য পরিবহণের অনুমতি দিত। গত মে মাসে ইউনুসের এক ঘনিষ্ঠ সহযোগী মন্তব্য করার পর আবারও উত্তেজনা বাড়ে, যেখানে তিনি বলেন, পাকিস্তানকে আক্রমণ করলে বাংলাদেশের উচিত চিনের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলি দখল করা। পাকিস্তানি জঙ্গিদের দ্বারা পহেলগাঁওতে ২৬ জন নিহত হওয়ার ঘটনার পরেই জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফজলুর রহমানের কাছ থেকে এই মন্তব্য আসে। ২০২৪ সালে ইউনুসের আরেক ঘনিষ্ঠ সহযোগী, নাহিদুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অসমের কিছু অংশকে বাংলাদেশের অংশ দেখিয়ে একটি মানচিত্র শেয়ার করে ‘বৃহত্তর বাংলাদেশ’-এর ধারণা প্রচার করেন। যদিও ব্যাপক সমালোচনার চাপে সেই পোস্টটি মুছে ফেলা হয়। বাংলাদেশের নেতাদের কাছ থেকে এমন উসকানিমূলক পোস্ট এবং মন্তব্য সত্ত্বেও ইউনুস পরিকল্পিত নীরবতা বজায় রেখেছেন। এই বিষয়টি দেখে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে বারবার উত্থাপন করে চিন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের আবহে আঞ্চলিক গতিশীলতাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে বাংলাদেশের বর্তমান ‘অনির্বাচিত’ সরকার।

ডিজিটাল অ্যারেস্ট নিয়ে সিবিআইকে তদন্ত করার নির্দেশ

নয়াদিল্লি : দেশের বিভিন্ন জায়গায় ডিজিটাল প্রতারণা ও ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর একাধিক ঘটনায় এবার হস্তক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে জানিয়েছে, সারা দেশে তদন্ত চালাতে সিবিআইকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। আদালত মনে করছে যে এই ধরনের অপরাধের পিছনে আন্তর্জাতিক চক্রও থাকতে পারে। মায়ানমার, থাইল্যান্ড বা ভারতের বাইরে অন্যত্র এই জাল প্রসারিত থাকতে পারে।

শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্যকান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই বিষয়ে জানিয়েছে, ডিজিটাল অ্যারেস্ট মামলাগুলিতে আলাদাভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন। অপরাধীরা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে বলেই মনে করা হচ্ছে। সীমান্তের ওপার থেকেও গোটা বিষয়টা পরিচালিত হতে পারে। তাই সিবিআই-এর হাতে তদন্ত দেওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। প্রয়োজনে সিবিআইকে অতিরিক্ত সাইবার বিশেষজ্ঞ

সুপ্রিম কোর্ট

সরবরাহ করা হবে। আদালত নিজে এই তদন্তের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনে জরুরি নির্দেশ জারি করা হবে। পরবর্তী শুনানি নভেম্বর ৩।

প্রাথমিকভাবে হরিয়ানার আম্বালা জেলার এক প্রবীণ দম্পতির মামলা সিবিআই-এর হাতে তুলে দিয়েছে আদালত। ওই দম্পতি ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর ফাঁদে পা দেন। ১৬ দিন ধরে ভয় দেখানো হয়েছিল তাদের। প্রতারকেরা সুপ্রিম কোর্টের নকল আদেশ এবং তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ভুয়ো স্বাক্ষর দেখিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ১.৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছে এই ধরনের ঘটনায় কোনও সমাধান করা হচ্ছে না। মানুষ ক্রমশ সিস্টেমের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছে। এক্ষেত্রে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে নিজেদের রাজ্যের ডিজিটাল প্রতারণার তথ্য আদালতে জমা দিতে হবে।

আকাশগঙ্গার বা মিল্কিওয়ের ঠিক মাঝখানে রহস্যময় একটি আভা দেখা গিয়েছে। সেই আভাতেই ভূতুড়ে বস্তুর সঙ্কেত লুকিয়ে আছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। ভূতুড়ে বস্তুর কণাগুলি একে অপরকে গিলে খাচ্ছে। তাই নাকি এই আভার সৃষ্টি!

অন্তরীক্ষে প্যান্ডোরার বাক্স

সৃষ্টির আদিম লগ্নের সেইসব বহু-বহু আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথগুলো নিয়ে আমাদের কৌতূহলের শেষ নেই; প্রযুক্তিও যেখানে হাঁপিয়ে উঠেছে সেখানে প্রাকৃতিকভাবেই যেন আতশকাঁচ হয়ে তাদের দেখতে সাহায্য করছে একটি ছায়াপথ জোট। তারই খোঁজ নিলেন **তুহিন সাজ্জাদ সেখ**

মনে পড়ে সেই ৭০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে হেসিওদের লেখা গ্রিক পুরাণের প্যান্ডোরার বাক্সের কথা! গ্রিক দেব-কুলপতি জিউস মানবদরদি প্রমিথিউসের ঠগামি করার জন্য সেকালের বিশ্বকর্মা হেফাস্টাসকে দিয়ে মানবী প্যান্ডোরাকে বানিয়েছিলেন। জিউস কারসাজি করে প্রমিথিউসের ভাই এপিমিথিউসের সঙ্গে প্যান্ডোরার বিয়ে দেন এবং বিয়ের সময় প্যান্ডোরাকে একটি বাক্স উপহার দিয়েছিলেন; যা ইতিহাসে 'প্যান্ডোরার বাক্স' নামে পরিচিত। মজার কথা, উপহারের সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিলেন কড়া নির্দেশিকা, সেকথা আবার ওই বাক্সটির উপরে লেখা ছিল— 'কখনো খুলবে না'; অথচ সঙ্গে একটি চাবিও ছিল। এর রহস্য কী!? প্রশ্ন ওঠে স্বাভাবিক ভাবেই, তা সেটা কি নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকর্ষণ, নাকি অজানাকে জানার নিবিড় কৌতূহলপ্রবণতা!

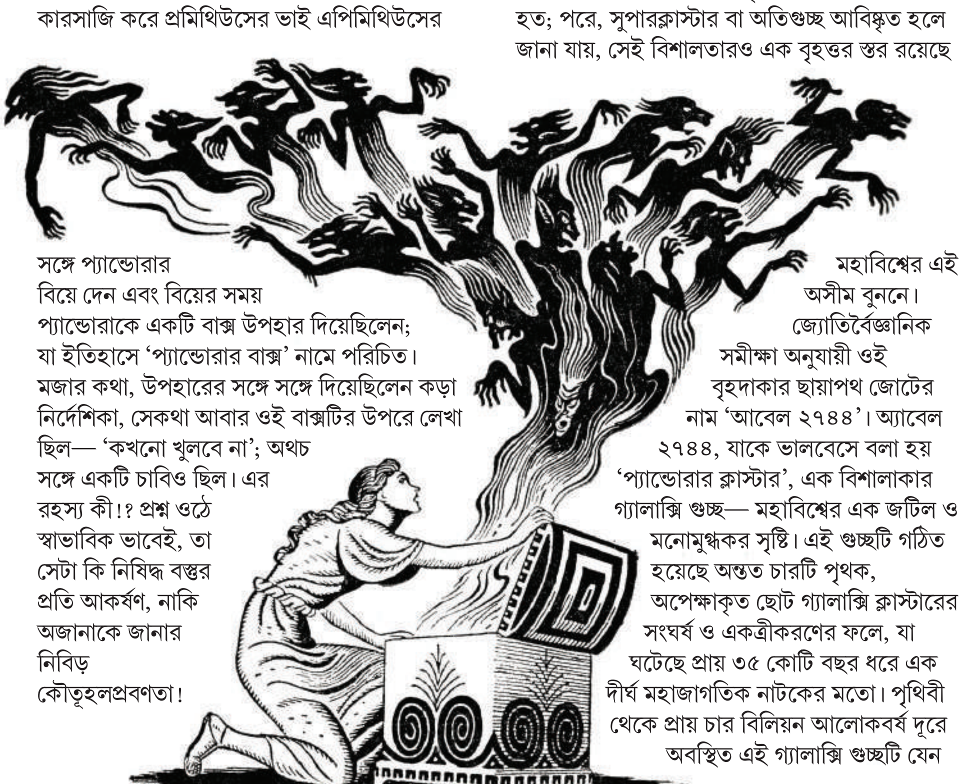

ছায়াপথের মহাজোট

আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক ওই প্যান্ডোরার বাক্সের মতোই রহস্যে ঘেরা মহাজাগতিক ছায়াপথের একটি মহাজোটের সন্ধান মিলেছে ওই অন্তরীক্ষে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার নাম রেখেছেন প্যান্ডোরা'স ক্লাস্টার বা প্যান্ডোরার মহাজট! বাস্তবে ওটা একটি জায়ান্ট গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বা ছায়াপথের দানবীয় গুচ্ছ। একটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টার বা ছায়াপথের গুচ্ছ হল এমন এক মহাজাগতিক কাঠামো, যা কয়েকশো থেকে হাজার হাজার গ্যালাক্সির সমষ্টি— যেগুলো মহাকর্ষীয় বলের টানে পরস্পর যুক্ত থাকে। এই গুচ্ছগুলির ভর সাধারণত সূর্যের ভরের প্রায় একশো থেকে একহাজার ট্রিলিয়ন গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে। গ্যালাক্সি ক্লাস্টার গঠিত হয় তিনটি প্রধান উপাদানে— গ্যালাক্সি, তাদের মধ্যে থাকা উত্তপ্ত গ্যাস এবং অদৃশ্য অথচ প্রবল ডার্ক ম্যাটার বা অন্ধকার বস্তু। এগুলোই মহাবিশ্বের সর্ববৃহৎ মহাকর্ষীয়ভাবে বাঁধা গঠন— যেখানে কোটি কোটি নক্ষত্র ও ছায়াপথ যেন এক অদৃশ্য শক্তির সুতোর টানে একসঙ্গে আবদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক পর্যন্ত এগুলোকেই মহাবিশ্বের সর্ববৃহৎ গঠন বলে মনে করা হত; পরে, সুপারক্লাস্টার বা অতিগুচ্ছ আবিষ্কৃত হলে জানা যায়, সেই বিশালতারও এক বৃহত্তর স্তর রয়েছে মহাবিশ্বের এই অসীম বুননে। জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা অনুযায়ী ওই বৃহদাকার ছায়াপথ জোটের নাম 'আবেল ২৭৪৪'। অ্যাবেল ২৭৪৪, যাকে ভালবেসে বলা হয় 'প্যান্ডোরার ক্লাস্টার', এক বিশালাকার গ্যালাক্সি গুচ্ছ— মহাবিশ্বের এক জটিল ও মনোমুগ্ধকর সৃষ্টি। এই গুচ্ছটি গঠিত হয়েছে অন্তত চারটি পৃথক, অপেক্ষাকৃত ছোট গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের সংঘর্ষ ও একত্রীকরণের ফলে, যা ঘটেছে প্রায় ৩৫ কোটি বছর ধরে এক দীর্ঘ মহাজাগতিক নাটকের মতো। পৃথিবী থেকে প্রায় চার বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই গ্যালাক্সি গুচ্ছটি যেন মহাবিশ্বের ইতিহাসে এক মহাবিস্ময়কর অধ্যায়— যেখানে অসংখ্য নক্ষত্র, গ্যাস, ধূলিকণা এবং অদৃশ্য ডার্ক ম্যাটারের সংঘাত ও সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক মহিমান্বিত মহাজাগতিক চিত্রপট। প্যান্ডোরার ক্লাস্টার যেন প্রকৃতির সেই রহস্যময় বাক্স, যার ভিতর লুকিয়ে আছে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও বিবর্তনের গভীরতম গোপন কথা। জগৎ জুড়ে বিজ্ঞানীরা তাই ওঁত পেতে বসে আছেন, বোধহয় সে-কথা শোনার জন্যই!

বৈজ্ঞানিক খোঁজ

একদল বিজ্ঞানী মহাবিশ্বের সেই বিস্ময়কর গ্যালাক্সি গুচ্ছটি নিয়ে গভীর গবেষণা চালিয়েছেন। মহাকাশ ও ভূমি— উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে, যেমন হাব্ল স্পেস টেলিস্কোপ ও ইউরোপীয় সাউদার্ন অবজারভেটরির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপের প্রাযুক্তিক পর্যবেক্ষণের সহায়তায় তাঁরা গড়ে তুলেছেন এই গুচ্ছটির তীব্র জটিল ও অস্থির অতীতের এক বর্ণময় ইতিহাস। গবেষণায় দেখা গেছে, অ্যাবেল ২৭৪৪ যে চারটি স্বতন্ত্র গ্যালাক্সি মহাজাগতিক সংঘাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে এমন সব রহস্যময় ও অদ্ভুত প্রভাবের সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলো আগে কখনও একসঙ্গে দেখা যায়নি— মহাবিশ্বের নীরব ক্যানভাসে যেন এক প্রবল বিস্ফোরণ, যেখানে আলো, গ্যাস, ধূলিকণা ও অদৃশ্য শক্তি মিলে রচনা করেছে এক আশ্চর্য মহাজাগতিক কাব্য।

ওই দলের একজন বিজ্ঞানী ডঃ জুলিয়েন মার্টেন একটি গবেষণাপত্রে মন্তব্য করেছেন, যেমন কোনও দুর্ঘটনার তদন্তকারী গোয়েন্দা ভগ্নাবশেষের টুকরো জুড়ে ঘটনার রহস্য উন্মোচন করেন, তেমনি আমরা এই মহাজাগতিক সংঘর্ষগুলির পর্যবেক্ষণ থেকে কোটি কোটি বছরের বিস্তৃত সময়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিকে পুনর্গঠিত করতে পারি। এই বিশ্লেষণ আমাদের জানায়, কীভাবে মহাবিশ্বে নানা গঠন ও কাঠামো ধীরে ধীরে জন্ম নেয় এবং কীভাবে বিভিন্ন প্রকারের পদার্থ— দৃশ্যমান ও অদৃশ্য— সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মেতে ওঠে। যেন মহাবিশ্বের নিজস্ব এক গবেষণাগার, যেখানে প্রতিটি বিস্ফোরণ, প্রতিটি আলোকরেখা, পদার্থের প্রতিটি বিন্দু এক অনন্ত সৃষ্টির নকশা রচনা করে চলেছে। গবেষক দলের আরেক সদস্য রেনাটো ডুপকে জানান, আমরা একে নাম দিয়েছি 'প্যান্ডোরা-স ক্লাস্টার', কারণ এই সংঘর্ষের ফলে যেন একসঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে অসংখ্য অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মহাজাগতিক ঘটনা। তিনি আরও যোগ করেন, এই সংঘর্ষে যে ঘটনাগুলো প্রকাশ পেয়েছে, তার অনেকগুলিই আগে কখনও দেখা যায়নি। যেন মহাবিশ্ব নিজেই খুলে দিয়েছে প্যান্ডোরার সেই রহস্যময় বাক্স, যার ভিতর লুকিয়ে ছিল আলো, শক্তি ও অজানার এক অলৌকিক বিস্ফোরণ।

নাসা-ইএসএ-র হাবল স্পেস টেলিস্কোপ, ইএসও-র ভেরি লার্জ টেলিস্কোপ, জাপানের সুবারু ও নাসার চন্দ্রা এক্স-রে মানমন্দিরের তথ্য মিলিয়ে অ্যাবেল ২৭৪৪-কে আজ অভূতপূর্ব নির্ভুলতায় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। উজ্জ্বল গ্যালাক্সিগুলো দৃশ্যমান হলেও তারা ভর-এর মাত্র পাঁচ শতাংশ; বাকি অংশে জ্বলন্ত গ্যাস (২০%) ও অদৃশ্য অন্ধকার পদার্থের (৭৫%) রহস্যময় ছায়া ছড়িয়ে আছে।

ভবিষ্যতের কথা

অ্যাবেল ২৭৪৪ গ্যালাক্সি ক্লাস্টারের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে প্রায় ৫০,০০০ নিকট-অবরোধী আলোর উৎস ধরা পড়েছে, যা ক্লাস্টারের জটিল কাঠামো ও মহাজাগতিক গ্রাভিটেশনাল লেন্সের শক্তিকে ফুটিয়ে তোলে। এই লেন্স বিবর্ধন লেন্সের মতো কাজ করে প্রাচীন মহাবিশ্বের দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলোকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের সুবিধা করে দেয়। চন্দ্রা এক্স-রে তথ্য প্রমাণ করে, প্রায় ০.৫–০.৬ বিলিয়ন বছর আগে উত্তর-দক্ষিণ মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছিল; এবং জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ জানায় ওই এলাকায় পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের নির্গমন শুরু হয়েছে যা ক্লাস্টারের প্রান্তে নতুন তারাদের আগমনের বার্তা বয়ে আনে। এই প্রাকৃতিক মহাজাগতিক ঘটনা প্যান্ডোরার বাক্সের মতোই মানব কৌতূহলকে তার চরম সীমায় পৌঁছে দিয়েছে; জন্ম নিয়েছে দৃষ্টান্তমূলক জেদ, সেই আদিম ব্রহ্মাণ্ডের অজানা বিস্ময় ও জ্ঞানের ভাণ্ডার উদ্ধারের। বিজ্ঞানীদের ধারণা যে কাজ হয়তো কোনও বহু শক্তিশালী প্রযুক্তি ব্যবহার করেও সম্ভব ছিল না, তা এখন প্রাকৃতিক উপায়ে সম্ভব!

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

28 October, 2025 • Tuesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

বিগ ব্যাশে বিরাট-রোহিত? জল্পনা উসকে দিলেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও টড গ্রিনবার্গ

চোটে মরশুম শেষ সিন্ধুর

নয়াদিল্লি, ২৭ অক্টোবর : খলনায়ক পায়ের চোট! চলতি মরশুমে আর কোনও টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবেন না পিভি সিন্ধু। জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার সোমবার নিজেই এই খবর জানিয়েছেন। সেপ্টেম্বরে চিনা মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন সিন্ধু। এরপর আর কোনও টুর্নামেন্টে তিনি খেলেননি। দীর্ঘদিন ধরেই পায়ের চোট ভোগাচ্ছে সিন্ধুকে। যার প্রভাব পড়েছে তাঁর পারফরম্যান্সেও। বহুদিন হয়ে গেল কোনও বড় মাপের টুর্নামেন্ট জিততে পারেননি। তাই চোট পুরোপুরি সারিয়ে আগামী বছরে কোর্টে ফিরতে চান সিন্ধু। প্রসঙ্গত, এই নিয়ে গত চার বছরে তৃতীয়বার চোটের কারণে আগেই মরশুম শেষ হল তাঁর। ৩০ বছর বয়সি ভারতীয় তারকা সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখেছেন, আমার টিম এবং চিকিৎসক পারদিওয়ালার সঙ্গে আলোচনা করার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই বছরের বাকি কোনও টুর্নামেন্ট না খেলার। ইউরোপীয় ট্যুরের আগে পায়ে চোট পেয়েছিলাম। সেই চোট পুরোপুরি সারেনি। এটা মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু চোট খেলোয়াড়দের জীবনের অংশ। যা ধৈর্য এবং মানসিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নেয়। আবার নতুন করে সাফল্যের খিদেটাও ফিরিয়ে আনে। নতুন বছরে আরও শক্তিশালী হয়েই ফিরব।

নেই কামিন্স, নেতৃত্বে স্মিথ

মেলবোর্ন, ২৭ অক্টোবর : আশঙ্কা সত্যি করে অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন প্যাট কামিন্স। তাঁর বদলে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। আগামী ২১ নভেম্বর পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু হবে অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট। পিঠের চোটে কাবু কামিন্সকে পারথে পাওয়া যাবে না। তবে অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড আশাবাদী, ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা অ্যাডিলেডের দিন-রাতের টেস্ট কামিন্স খেলবেন। তিনি বলেছেন, কামিন্স এখনও রিহ্যাব করছে। এই সপ্তাহের শেষের দিকে নেটে বোলিং শুরু করবে। তাই পারথে ওকে খেলানোর ঝুঁকি নিচ্ছি না। তবে অ্যাডিলেড টেস্টের আগেই ও পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠবে বলে আমি আশাবাদী। পারথে দলকে নেতৃত্ব দেবে স্মিথ। এদিকে, পারথ টেস্টে কামিন্সের বদলে খেলতে পারেন ডানহাতি পেসার স্কট বোল্যান্ড।

ছিটকে গেলেন প্রতিকা, দলে ঢুকলেন শেফালি

কাল বৃষ্টির আশঙ্কা, খেলা না হলে বিদায় ভারত

নবি মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি ভারত। আর এই ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন ভারতীয় ওপেনার প্রতিকা রাওয়াল। যা ভারতের জন্য বড় ধাক্কা। বাংলাদেশ ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় গোড়ালিতে চোট পেয়েছিলেন প্রতিকা। প্রতিকার চোট বেশ গুরুতর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর খেলা অসম্ভব। তাঁর বিকল্প হিসাবে এদিনই শেফালি ভার্মার নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়।

এবারের বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে দারুণ ফর্মে ছিলেন প্রতিকা। ৭ ম্যাচে একটি সেঞ্চুরি ও একটি হাফ সেঞ্চুরি-সহ ৫১.৩৩ গড়ে মোট রান করেছেন ৩০৮। ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, প্রতিকা যদি ফিট হয়ে না ওঠেন, তাহলে সেমিফাইনালে স্মৃতির সঙ্গে কে ওপেন করবেন? বাংলাদেশ ম্যাচে স্মৃতির সঙ্গে ওপেন করেছিলেন আমনজোৎ কৌর। প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার মিতালি আগে জানিয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে হারলিন দেওলকে দিয়ে ওপেন করানো উচিত। তিনি বলছেন, প্রতিকা যদি খেলতে না পারে, তাহলে আমার পছন্দ হারলিন। কারণ ও তিন নম্বরে ব্যাট করে। অনেক ম্যাচেই ওকে প্রায় নতুন বল খেলতে হয়েছে। তাই

স্মৃতির সঙ্গে হারলিনই ওপেন করুক। তবে শেফালি স্কোয়াডে যুক্ত হওয়াতে, এটা পরিষ্কার যে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে স্মৃতির সঙ্গে তিনিই ওপেন করবেন। এদিকে, ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে বৃষ্টির সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ। নিয়ম অনুযায়ী বিশ্বকাপের ফাইনাল এবং দু'টি সেমিফাইনালের রিজার্ভ ডে রয়েছে। সেক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার খেলা না হলে, শুক্রবার হবে। সেদিন বৃষ্টির খুব একটা সম্ভাবনা নেই। তবে কোনও কারণে যদি সেদিনও ম্যাচ ভেস্তে যায়, তাহলে রাউন্ড রবিন লিগের শীর্ষে থাকার কারণে ফাইনালে উঠে যাবে অস্ট্রেলিয়া।

এল ক্লাসিকো শেষে ফুটবলারদের হাতাহাতি

ইয়ামালের দিকে তেড়ে গেলেন ভিনিসিয়াসরা

উত্তেজিত ভিনিকে আটকাচ্ছেন সতীর্থরা।

মাদ্রিদ, ২৭ অক্টোবর : মাঠে বল গড়ানোর আগেই উত্তাপ বাড়িয়েছিলেন লামিনে ইয়ামাল। বার্সেলোনা তারকা এক অনুষ্ঠানে বলেছিলেন— রিয়াল মাদ্রিদ শুধু চুরি করে আর অভিযোগ জানায়। এটাই ওদের কাজ।

সেই মন্তব্যের জেরে উত্তপ্ত পরিবেশ তৈরি হল রবিবাসরীয় এল ক্লাসিকোয়। মর্যাদার লড়াইটা ২-১ গোলে জিতে রেফারির শেষ বাঁশির পর মাঠেই ইয়ামালের দিকে তেড়ে গেলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়র, দানি কারভাহালদের মতো রিয়াল তারকারা। হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন দু'দলের ফুটবলাররা। পরিস্থিতি সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হল নিরাপত্তারক্ষীদের। ৯০ মিনিটে রিজার্ভ বেঞ্চে বসেই লাল কার্ড দেখেছিলেন রিয়ালের আন্দ্রে লুনিন। সংযুক্ত সময়ের একেবারে শেষ মুহূর্তে লাল কার্ড দেখেন বার্সার পেদ্রি। এই দুই লাল কার্ডও আগুনে ঘি ঢালার কাজ করেছে।

খেলা শেষ হতেই বার্সেলোনার রিজার্ভ বেঞ্চের দিকে তেড়ে যান ভিনিসিয়াস। শুরু হয় ধস্তাধস্তি। এর পরেই ইয়ামালকে হাতের ভঙ্গিতে মুখ বন্ধ রাখার ইঙ্গিত করেন ভিনিসিয়াস। সেই সময় রিয়াল তারকার দিকে পাল্টা তেড়ে আসেন বার্সার ফ্র্যাঙ্কি ডি'ইয়ং। কোনওরকমে উত্তেজিত ভিনিকে ড্রেসিংরুমে নিয়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা। একটু পরে ইয়ামাল যখন মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন কারভাহালকে বার্সেলোনা তারকার উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, তুমি বড্ড বেশি কথা বলো। এখন কেমন লাগছে?

ইয়ামালকে নিশানা করেছেন আরেক রিয়াল তারকা জুড বেলিংহ্যামও। নিজের ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, কথা বলে কিছু হয় না। কাজে করে দেখাতে হয়। এর পাল্টা দিয়েছেন আবার ইয়ামালের বাবা। কমেন্টে তিনি লিখেছেন, ওর বয়স মাত্র ১৮। একটু ভেবে কথা বলো। বার্সেলোনায় দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ফিরতি এল ক্লাসিকো হবে বার্সার মাঠে। তাই বেলিংহ্যামদের আগাম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন ইয়ামালের বাবা।

সমালোচকরা আরশোলা, আক্রমণে ডি'ভিলিয়ার্স

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : পারথে ব্যর্থতার পর অনেকে ভেবেছিলেন এটা তাহলে সত্যিই বিরাট-রোহিতের ফেয়ারওয়েল সিরিজ। কিন্তু সব হিসাব উল্টে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে সাফল্য নিয়ে ফিরেছেন দুই মহাতারকা। রোহিত সিরিজের সেরা হয়েছেন। সিডনিতে শেষ ম্যাচে তাঁদের দেখে চোখের জল সামলাতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ার দুই ভাষ্যকারও।

কিন্তু বিরাট-রোহিতের ব্যাটে রানের পর এই সমালোচনা কি ভোলা সম্ভব? কি অসম্ভব আক্রমন সহ্য করতে হয়েছিল তাঁদের। কেউ বলেছিলেন এবার তাঁদের অবসর নেওয়া উচিত। কারও দাবি ছিল যশস্বী জয়সওয়ালের জন্য জায়গা ছেড়ে দেওয়া উচিত রোহিতের। এখন অবশ্য দুই তারকার জয়ধ্বনি চলছে। বলা হচ্ছে ২০২৭ বিশ্বকাপে অবশ্যই দরকার বিরাট-রোহিতকে।

এই আবহে বিরাট-রোহিতের সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন এবি ডি'ভিলিয়ার্স। তিনি এই সমালোচকদের আরশোলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে আরশোলা সুযোগ পেলে ফাঁকফোকর থেকে বেরিয়ে আসে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে ডি'ভিলিয়ার্স বলেন, আমি এই লোকগুলোকে ঠিক বুঝি না। এদের কি আরশোলা বলা যায়, যারা প্লেয়ারের কেরিয়ার শেষের দিকে এলে ফোকর থেকে বেরিয়ে আসে। যারা তাদের কেরিয়ার দেশ ও এই সুন্দর খেলাটার পিছনে দিয়েছে তাদের প্রতি এমন নেতিবাচক মনোভাব কেন?

এরপর ডি'ভিলিয়ার্স আরও বলেছেন, গত কয়েক মাসে এই দুই মহাতারকা অনেক সমালোচনা সহ্য করেছে। সবাই ওদের নিচে নামানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু কেন তা জানি না। আমি অবশ্য অল্প কিছু লোকের উদ্দেশে কথাটা বলছি। কারণ, বেশিরভাগ মানুষই এখন বিরাট-রোহিতের অসাধারণ কেরিয়ার নিয়ে উচ্ছ্বসিত। আর এটা ওদের এই সাফল্যকে উপভোগ করার সময়।

শুধু নতুনে হবে না, অভিজ্ঞতাও লাগে

কামব্যাকের পর কেউ যোগাযোগ করেনি : রাহানে

মুম্বই, ২৭ অক্টোবর : বয়স কোনও বাধা নয়। আর লাল বলের ক্রিকেটে অভিজ্ঞতাও জরুরি। তিনি ভেবেছিলেন ২০২৪-২৫ অস্ট্রেলিয়া সফরে ডাক পাবেন। কিন্তু পাননি। এতে হতাশ হয়েছিলেন। ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে রঞ্জিতে ১৫৯ রান করে অজিঙ্ক রাহানে পিছন দিকে তাকিয়ে বলেছেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ায় থাকলে উপকার হত দলের। ভারত সেই সিরিজ ১-৩-এ পরাস্ত হয়েছে।

রাহানে বলেছেন, বয়স একটা সংখ্যা মাত্র। লাল বলের ক্রিকেটে ইচ্ছে, আবেগ আর কঠিন পরিশ্রমই গুরুত্বপূর্ণ। মাইকেল হাসির কথা টেনে তিনি বলেন, হাসি বেশি বয়সে টেস্ট কেরিয়ার শুরু করেও সফল হয়েছিলেন। রাহানে বিশ্বাস করেন গত অস্ট্রেলিয়া সফরে দলে থাকলে উপকার হত ভারতের।

নির্বাচকদের সমালোচনা করে ৩৭ বছরের ক্রিকেটার বলেন, ওঁরা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার কথা বলেন। আমি চার-পাঁচ মরশুম ধরে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে যাচ্ছি। আসল হল খেলার তাগিদ। নির্বাচকদের দিক থেকে আসা উপেক্ষাও হতাশ করেছে ভেটারেন মুম্বই ব্যাটারকে। তিনি বলেন, এত ক্রিকেট খেলার পর আমার মতো কামব্যাক করা ক্রিকেটারের আরও সুযোগ প্রাপ্য ছিল। কিন্তু কেউ যোগাযোগ করেনি। তাই আমার হাতে যা ছিল তাতেই ফোকাস করেছি। সেটাই করে চলেছি। রাহানে জানান, বিরাট-রোহিতের অস্ট্রেলিয়ার পারফরম্যান্স প্রমাণ করে দিয়েছে শুধু নতুনদের নিয়ে হবে না। অভিজ্ঞতা লাগবে। তিনি মুম্বই দলের সতীর্থ সরফরাজ খানের কথা টেনে এনে বলেন, হতাশ হলে চলবে না। ফোকাস নষ্ট হলেও চলবে না। মাথা নিচু করে তুমি যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারো, করে যাও। মুম্বই ক্রিকেট তোমার পিছনে আছে। আমরাও জানি তুমি কত ভাল।

রাহানের পর আগারকরকে তোপ এবার করুণ নায়ার ও নভদীপ সাইনির

দ্বিতীয় দ্রুততম ডাবল পৃথ্বীর

চণ্ডীগড় : দল বদলেই চেনা ফর্মে পৃথ্বী শ। চলতি মরশুমে মুম্বই ছেড়ে মহারাষ্ট্রে যোগ দিয়েছিলেন। আর নতুন রাজ্যের হয়ে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে মাত্র ১৪১ বলে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকালেন পৃথ্বী। যা রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে দ্বিতীয় দ্রুততম দুশোর নজির। অল্পের জন্য রক্ষা পেল রবি শাস্ত্রীর দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড। যা শাস্ত্রী ১৯৮৫ সালে বরোদার বিরুদ্ধে ১২৩ বলে দুশো করে গড়েছিলেন। গত বছর রঞ্জির প্লেট গ্রুপে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে ১১৯ বলে ২০০ করেছিলেন হায়দরাবাদের তন্ময় আগরওয়াল। তবে প্লেট গ্রুপের ম্যাচ বলে সেই রেকর্ড বিবেচিত হচ্ছে না। আগের ম্যাচে কেরলের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে শূন্য করলেও, দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৫ রান করেছিলেন পৃথ্বী। এই ম্যাচেও প্রথম ইনিংসে আউট হন মাত্র ৮ রানে। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৬ বলে ২২২ রান করলেন।

জিতল বাংলা

প্রতিবেদন : পাঞ্জাবের অমৃতসরে আয়োজিত সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচে গৌতম ঘোষের প্রশিক্ষণাধীন বাংলা ৩-০ গোলে হারিয়েছে কর্নাটককে। ম্যাচের ৬২ মিনিটে অভিনব বিশ্বাস প্রথম গোল করে বাংলাকে এগিয়ে দেয়। ৬৭ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে প্রিয়াংশু নস্কর। খেলার সংযুক্ত সময়ে সাগ্নিক কুণ্ডু দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করে। বাংলার পরের ম্যাচ বুধবার। প্রতিপক্ষ অসম।

সুপার কাপে আজ ফের নামছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান

চেন্নাইয়িন ম্যাচ আমাদের কাছে ডু অর ডাই : অস্কার

প্রতিবেদন : প্রথম ম্যাচেই বিদেশিহীন ডেম্পোর বিরুদ্ধে হোঁচট খেতে হয়েছে। মঙ্গলবার সুপার কাপের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ চেন্নাইয়িন এফসি। যারা প্রথম ম্যাচে মোহনবাগানের কাছে হেরেছে। সেমিফাইনালের আশা জিইয়ে রাখার জন্য এই ম্যাচটা জিততেই হবে লাল-হলুদকে। পয়েন্ট নষ্ট মানেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়া। ডেম্পোর মতো চেন্নাইয়িনেও কোনও বিদেশি নেই। তাতেও অবশ্য স্বস্তি ফিরছে না লাল-হলুদ শিবিরে।

অস্কার ব্রুজোও রীতিমতো চাপে রয়েছেন। সুপার কাপে দল ব্যর্থ হলে, তাঁর চাকরি নিয়েও টানাটানি শুরু হবে। সোমবার প্র্যাকটিসের পর ইস্টবেঙ্গল কোচ বলেন, চেন্নাইয়িন ম্যাচটা আমাদের কাছে ডু অর ডাই। প্রথম ম্যাচ ড্র করলেও আমরা কিন্তু সেদিন যথেষ্ট ভাল খেলেছি। গোটা ম্যাচে আমাদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু মনঃসংযোগের অভাব আমাদের ডুবিয়েছে। চেন্নাইয়িন ম্যাচে এই ভুল করলে চলবে না। পুরো ৯০ মিনিটই মনঃসংযোগ ধরে রাখতে হবে।

গত বছরের এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্রসঙ্গ টেনে অস্কার আরও বলেছেন, এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপেও আমাদের শুরুটা ভাল হয়নি। ম্যাচটা ড্র হয়েছিল। কিন্তু পরের ম্যাচগুলোয় আমরা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি ফুটবলারদেরও সেটা বুঝিয়েছি। এছাড়া ২০১০ বিশ্বকাপে স্পেন প্রথম ম্যাচেই সুইজারল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ জিতেছিল স্পেনই। আমাদেরও তেমন নির্ভুল ফুটবল খেলতে হবে।

তিন পয়েন্টের জন্য মরিয়া ইস্টবেঙ্গলের প্রথম এগারোতে একাধিক বদল হচ্ছে। গোলে ফিরছেন প্রভসুখন গিল। ব্রাজিলীয় প্লে-মেকার মিগুয়েলকেও শুরু থেকে মাঠে নামানোর জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

মিগুয়েল হয়তো আজ শুরু থেকেই।

সেক্ষেত্রে মাঝমাঠে তিন বিদেশি নিয়ে শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল।

পাশাপাশি জোড়া স্ট্রাইকারের বদলে এক স্ট্রাইকার দিয়ে ম্যাচ শুরু করতে পারেন অস্কার। সেক্ষেত্রে শুরু করবেন হামিদ। ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামতে পারেন হিরোশি।

ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চান মোলিনা

প্রতিবেদন : সুপার কাপের দ্বিতীয় ম্যাচের ২৪ ঘণ্টা আগে সবুজ-মেরুন শিবিরে ফুরফুরে মেজাজ। মঙ্গলবার প্রতিপক্ষ ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। তার আগে সোমবার অনুশীলনে দারুণ মেজাজে দেখা গেল কামিন্স-আপুইয়া-সাহালদের। মোহনবাগানের জন্য বাড়তি খুশির খবর, দীপক টাংরির চোট গুরুতর নয়। তবে ডেম্পো ম্যাচে তাঁকে খেলানোর ঝুঁকি সম্ভবত নেওয়া হবে না।

মোলিনার বাজি ম্যাকলারেন।

প্রথম ম্যাচে চেন্নাইয়িনকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল বাগান। সেই ছন্দ মঙ্গলবারের ম্যাচেও ধরে রাখতে মরিয়া জোসে মোলিনা। এদিন মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে মোহনবাগান কোচ স্পষ্ট জানালেন, আমাদের লক্ষ্য তিন পয়েন্ট। তাই শুরু থেকেই গোলের জন্য ঝাঁপাতে হবে। টানা দুটো ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালের আরও কাছাকাছি পৌঁছে যেতে চাই। তাই বলে প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিচ্ছেন না মোলিনা। তিনি বলেন, ডেম্পো শক্তিশালী দল। প্রথম ম্যাচে ওরা সেটা প্রমাণও করেছে। ওদের হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। জেতার জন্য আমার ফুটবলারদের সেরাটাই দিতে হবে।

দল ছন্দে থাকলেও, মোলিনাকে চিন্তায় রাখছে গোয়ার মাঠ এবং আবহাওয়া। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে প্রথম ম্যাচ খেলতে হয়েছিল মোহনবাগানকে। ফলে ফুটবলাররা নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা ঠিকঠাক খেলতে পারেননি। আর অনুশীলনের মাঠ নিয়ে প্রবল ক্ষোভ রয়েছে মোহনবাগান কোচের। মোলিনার বক্তব্য, আহবাওয়া আমাদের হাতে নেই। কিন্তু এখানে অনুশীলন মাঠের অবস্থা খুব খারাপ। এমন মাঠে প্র্যাকটিসে যখন-তখন চোট লেগে যেতে পারে। টাংরি তার উদাহরণ। তবে এই নিয়ে কোনও অভিযোগ করতে চাই না। পুরোপুরি ফোকাস রাখছি কালকের ম্যাচে।

এদিকে, ইস্টবেঙ্গলকে রুখে দেওয়ার পর এবার মোহনবাগানের পয়েন্ট কাড়ার স্বপ্ন দেখছেন ডেম্পো কোচ সমীর নায়েক। তিনি বলছেন, মোহনবাগানে ম্যাচ জেতানো ফুটবলারের সংখ্যা অনেক। তবে আমার ছেলেরা মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটাই দেবে।

সোমবার থেকে শুরু হল মোহনবাগান ক্রিকেট দলের অনুশীলন। উপস্থিত ছিলেন কার্যকরী কমিটির সদস্যরা।

নেপালের কাছে হার মেয়েদের

প্রতিবেদন : ইরানের পর এবার নেপাল। দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচেও হার ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের। সোমবার ভারতীয় মেয়েরা ১-২ গোলে হেরে যান ফিফা ক্রমতালিকায় পিছিয়ে থাকা নেপালের কাছে। প্রসঙ্গত, এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। তারই প্রস্তুতি ছিল ইরান ও নেপালের বিরুদ্ধে ম্যাচ।

শাহবাজের দাপটে জয়ের হাতছানি

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার কি বৃষ্টি হবে? বাংলা শিবিরে এখন এই আশঙ্কা। সেটা হওয়ারই কথা। কারণ পরিস্থিতি বলছে বৃষ্টি বাধা না দিলে বাংল সরাসরি জিততেও পারে। না হলে হয়তো প্রথম দফায় এগিয়ে থাকার সুবাদে ৩ পয়েন্ট পাবে।

দ্বিতীয় ইনিংসে অভিমন্যুরা ভাল ব্যাট করেননি। দিনের শেষে স্কোর ৬ উইকেটে ১৭০। যার অর্থ বাংলা এগিয়ে আছে ২৮২ রানে। আরও কিছু রান বোর্ডে তুলে ফেলতে না পারলে এখনই ইনিংস ছাড়া যাবে না। ভুলে গেলে চলবে না যে গুজরাত গতবার প্রায় ট্রফি জিতে ফেলেছিল। পেস আক্রমণের সঙ্গে তাদের ব্যাটিং লাইন আপও বেশ শক্তিশালী। ১০৭-৭ নিয়ে সকালে খেলা শুরু করেছিল গুজরাত। আর প্রথমেই তারা চিন্তন গাজাকে হারিয়েছিল। তাঁকে ফিরিয়ে ইনিংসে পাঁচ উইকেট হয় বাঁ হাতি অলরাউন্ডার শাহবাজ আমেদের। যিনি চোটের জন্য প্রথম ম্যাচে খেলতে পারেননি। এরপর পেসার নাগওয়াসওলার সঙ্গে জুটি বেঁধে ৩৮ রান যোগ করেন গুজরাত অধিনায়ক মান্নান হিংরাজওয়ালা। শেষমেশ শাহবাজের বলে নাগওয়াসওয়ালা আউট হলে এই জুটি ভেঙে যায়। হিংরাজিয়া শেষপর্যন্ত ৮০ রানে অপরাজিত থেকে যান। শামি তুলে নেন প্রিয়জিত জাদেজাকে। ৩৪ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন শাহবাজ। ৪৪ রানে ৩ উইকেট শামির। আকাশ দীপের ১ উইকেট। প্রথম দফায় ১১২ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল বাংলা। দুই ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও সুদীপ ঘরামি দলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ দেশাইয়ের বলে ২৫ রানে আউট হয়ে যান অভিমন্যু। নির্বাচক আরপি সিং খেলা দেখতে এসেছেন। তাঁর সামনে রান করার দরকার ছিল অভিমন্যুর। কিন্তু তিনি দুই ইনিংসেই ব্যর্থ হলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের আগে অভিমন্যু কিন্তু কিছুটা পিছিয়ে পড়লেন। প্রথম ইনিংসে রান করা কাজি জুনেইদ সাইফি এই ইনিংসে ১ রান করেছেন। তবে অনুষ্টুপ মজুমদার ৪৪ রানে ব্যাট করছেন। সুদীপ ঘরামি করেছেন ৫৪ রান। সুমন্ত গুপ্ত এই ইনিংসে ১১ রান করেছেন। শাহবাজের ব্যাট থেকে এসেছে ২০ রান। অনুষ্টুপের সঙ্গে ২০ রান করে নট আউট রয়েছেল সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। সিদ্ধার্থ দেশাই ৪৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন।

উচ্ছ্বসিত শাহবাজ।

১৬
২৮ অক্টোবর
২০২৫
মঙ্গলবার

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

28 October, 2025 • Tuesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

অ্যাডাম জাম্পার বদলে অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ দলে ঢুকলেন তনবির সাঙ্ঘা

প্রস্তুতি শুরু, চিন্তা সূর্যর ফর্ম

ক্যানবেরা, ২৭ অক্টোবর : এশিয়া কাপ ফাইনালের পর আবার কোনও টি ২০ ম্যাচে নামছে ভারত। কিন্তু দুবাইয়ের ফাইনালে সূর্যরা একজন জেনুইন পেসার নিয়ে মাঠে নামলেও মানুকা ওভালে ছবিটা বদলে যাচ্ছে। এখানে জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে হর্ষিত রানা ও অর্শদীপ সিংকে হয়তো দেখা যাবে। কিংবা অন্তত দু'জনকে। স্পিনার হিসাবে অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে দেখা যেতে পারে কুলদীপ যাদবকে।

মানুকা ওভালে সোমবার গা ঘামিয়েছে ভারতীয় দল। অধিনায়ক সূর্যর সঙ্গে লম্বা সময় কথা বলতে দেখা যায় কোচ গৌতম গম্ভীরকে। দুবাইয়ে স্লো টার্ন উইকেট ছিল। কিন্তু এখানে বল জোরে আসবে। হার্দিক দুবাইয়ে ছিলেন। এখন চোটে বাইরে। নীতীশ রেড্ডিকেও হয়তো খেলানো হবে না। একে তো তাঁর চোটের ব্যাপার আছে। সিডনিতে শেষ ম্যাচ খেলেননি। তবে ফিট হলেও নীতীশের ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

এমনিতে ক্যানবেরার মানুকা ওভালের উইকেট বরাবর পাটা হয়। কিন্তু পেস-বাউন্স থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। সূর্যকে তাই জোরে বোলারদের উপর ভরসা করতে হবে। দুবাইয়ের তিন স্পিনারের ভাবনা থেকে সরে আসতে হবে। ওখানে অক্ষর, বরুণ ও কুলদীপ একসঙ্গে খেলেছিলেন। কিন্তু বুধবার একজন স্পিনারকে নিশ্চিতভাবে বসতে হবে।

অক্ষরের ব্যাটের হাত ভাল বলে তিনি প্রথম এগারোয় হয়তো থাকবেন। তাই লড়াই হতে পারে কুলদীপ ও বরুণের মধ্যে। এশিয়া কাপের ফর্ম ধরলে এগিয়ে কুলদীপ। তবে ২০১৮-র পর বাঁহাতি চায়নাম্যান বোলার কখনও অস্ট্রেলিয়ায় টি ২০ ম্যাচ খেলেননি। আর বরুণ এখানে কোনও টি ২০ ম্যাচ খেলেননি। ফলে সামান্য এগিয়ে রয়েছেন কুলদীপ। কিন্তু বরুণ এই উইকেট থেকে বাউন্স পাবেন। সেটাও ভাবাচ্ছে।

এদিন নেটে সূর্য অনেকক্ষণ ব্যাট করলেন। তবে অধিনায়কের সাম্প্রতিক ফর্ম ভাল নয়। শুভমনও একদিনের সিরিজে রান পাননি। ফলে তিলক, সঞ্জু, অভিষেক শর্মার দিকে ভরসা রাখতে হবে। টপ অর্ডার রান পেয়ে গেলে চিন্তা কমবে সূর্যর দলের। মিডিল অর্ডারে হার্দিক নেই। সেই দায়িত্ব চলে আসবে শিবম দুবের উপর। আপাতত যা পরিস্থিতি তাতে বুধবারের প্রথম ম্যাচে নীতীশ, জিতেশ, বরুণ, রিঙ্কু ও ওয়াশিংটন সুন্দরকে হয়তো মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

মানুকা ওভালে প্র্যাকটিসে বুমরা। স্বস্তি সতীর্থদের। (ডানদিকে) গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় অধিনায়ক সূর্য। সোমবার।

আইসিইউ-তে শ্রেয়স, সিডনি যাচ্ছে পরিবার

সিডনি, ২৭ অক্টোবর : আইসিইউ-তে ভর্তি রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার! শনিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ক্যাচ ধরতে গিয়ে বাঁ দিকের পাঁজরে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন তিনি। তার পর থেকেই সিডনির হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন শ্রেয়স। এই পরিস্থিতিতে ছেলের পাশে থাকতে সিডনি উড়ে যাচ্ছেন শ্রেয়সের বাবা সন্তোষ আইয়ার এবং মা রোহিণী আইয়ার। এক বোর্ড কর্তা জানিয়েছেন, ওদের দ্রুত অস্ট্রেলিয়া পাঠানোর জন্য সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জরুরি ভিসার আবেদন করা হয়েছে। তবে দু'জনেই যেতে পারবেন কি না, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। সংবাদ সংস্থার দাবি, গত কয়েক দিন ধরেই শ্রেয়সকে আইসিইউ-তে রাখা হয়েছে। কারণ রিপোর্টে ধরা পড়েছে, ওর চোটের জায়গায় অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তাই কোনও ঝুঁকি নিতে রাজি নন চিকিৎসকেরা। আপাতত আরও কয়েকটা দিন ওকে আইসিইউ-তেই কড়া পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা হবে। কোনও ভাবেই যাতে রক্তক্ষরণের ফলে সংক্রমণ না হয়, সেদিকে কড়া নজর রাখা হয়েছে। আগামী একটা সপ্তাহ সিডনির হাসপাতালেই থাকবে হবে ভারতীয় ক্রিকেট তারকাকে। সেদিন ম্যাচে চোট পাওয়ার পরেই দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শ্রেয়সকে। কারণ চোটের গুরুত্ব বুঝতে পেরে ভারতীয় দলের চিকিৎসক এবং ফিজিও সময় নষ্ট করতে চাননি। শ্রেয়সকে হাসপাতালে ভর্তি করতে দেরি হলে, বিপদ আরও বাড়ত। এদিকে, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও। সোমবার বিসিসিআইয়ের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, শ্রেয়সের চিকিৎসা চলছে। শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। বোর্ডের মেডিক্যাল টিম তাঁর দিকে নজর রেখেছে। চেষ্টা করা হচ্ছে, যতটা দ্রুত সম্ভব শ্রেয়সকে সুস্থ করে তোলার।

রোহিত-বিরাটে মুগ্ধ গম্ভীর

সিডনি, ২৭ অক্টোবর : ২০২৭ বিশ্বকাপে দু'জনের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটেনি। যদিও কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রশংসা আদায় করেই অস্ট্রেলিয়া ছেড়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। রোহিত তো সিরিজের সেরার পুরস্কারের পাশাপাশি দলেরও বিশেষ পুরস্কার পেয়েছেন।

সিডনিতে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারানোর পর টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে ক্রিকেটারদের উদ্বুদ্ধ করেন গম্ভীর। সেই ভিডিও সোমবার পোস্ট করেছে বিসিসিআই। সেখানে গম্ভীরকে বলতে শোনা গিয়েছে, এই ম্যাচে আমরা মাঠে নেমেছিলাম বিশেষ কিছু অর্জন করার জন্য। আমরা মরিয়া ছিলাম। নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। মাঠে নেমে সেটা দিয়েছি। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং— সব বিভাগে দাপট দেখিয়ে ম্যাচও জিতেছি। রো-কো জুটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গম্ভীর আরও বলেছেন, রান তাড়া করতে নামার পর, রোহিত ও শুভমনের শুরুটা খুব ভাল হয়েছিল। ওরা ভিত তৈরি করেছে। এরপর রোহিত ও বিরাটের জুটিটা তো অসাধারণ। রোহিতের কথা আলাদা করে বলতেই হচ্ছে। ও সেঞ্চুরি করেছে। তবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল, রোহিত ও বিরাট খেলাটা শেষ করেই ফিরেছে। যা রান তাড়া করার প্রধান শর্ত।

সুর বদল

দলের বোলারদেরও প্রশংসা করেছেন গম্ভীর। তিনি বলেন, বোলাররা দুর্দান্ত বল করেছে। বিশেষ করে, অস্ট্রেলিয়া যেভাবে প্রথম ১০ ওভারেই ৬৩ রান তুলে ফেলেছিল, সেখান থেকে ওদের ২৩৬ রানে আটকে রাখা বড় কৃতিত্ব। আমি আলাদা করে হর্ষিতের নাম বলতে চাই। ও দুর্দান্ত বল করেছে। ওকে একটাই কথা বলব, মাটিতে পা রেখে চলো। সবে শুরু করেছো। এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি।

এদিকে, গম্ভীরের ভাষণের পর রোহিতের হাতে সিরিজের ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের পুরস্কার তুলে দেন দলের স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান লি রু। তিনি বলেন, দলের সঙ্গে এটাই আমার প্রথম সিরিজ। সবার সঙ্গে এর মধ্যেই দারুণ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই দলটা কতটা শক্তিশালী, সেটা মাঠেই প্রমাণ হয়েছে। রোহিত অসাধারণ। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের পুরস্কার ওরই প্রাপ্য।

তিন স্পিনার নিয়ে আসছেন বাভুমারা

জোহানেসবার্গ, ২৭ অক্টোবর : প্রত্যাশামতোই ভারতের বিরুদ্ধে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নেতৃত্ব দেবেন টেম্বা বাভুমা। সোমবার এই সিরিজের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল। ঘোষিত স্কোয়াডে রয়েছেন তিন বিশেষজ্ঞ স্পিনার— কেশব মহারাজ, সিমন হারমান ও সেনুরান মুথুস্বামী। সদ্য পাকিস্তানের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ১-১ ড্র করার পিছনে বড় ভূমিকা ছিল এই তিন স্পিনারের। তবে বাদ পড়েছেন ব্যাটার ডেভিড বেডিংহ্যাম। দলে রয়েছেন চার পেসার— কাগিসো রাবাডা, মার্কো জেনসেন, উইয়ান মুল্ডার এবং করবিন বশ।

আগামী ১৪ থেকে ১৮ নভেম্বর ইডেন গার্ডেন্সে হবে সিরিজের প্রথম টেস্ট ম্যাচ। দ্বিতীয় টেস্ট গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে। যা হবে ২২ থেকে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। চোটের জন্য পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে পারেননি বাভুমা। তাঁর অনুপস্থিতিতে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এইডেন মার্করাম। তবে বাভুমা এখন ফিট। ভারতের বিরুদ্ধে টেস্টে তিনিই অধিনায়কত্ব করবেন। টেস্ট সিরিজ শুরুর আগেই দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের হয়ে ভারতের মাটিতে দু'টি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন বাভুমা।

ঘোষিত দল : টেম্বা বাভুমা (অধিনায়ক), এইডেন মার্করাম (সহ-অধিনায়ক), ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, টনি ডে জর্জ, রায়ান রিকেলটন, ট্রিস্টান স্টাবস, কাইল ভেরেইন, জুবায়ের হামজা, করবিন বশ, মার্কো জেনসেন, উইয়ান মুল্ডার, সেনুরান মুথুস্বামী, সিমন হারমান, কাগিসো রাবাডা ও কেশব মহারাজ।